NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবদিগন্ত | সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পর্যটন | বৃহস্পতি খেলার জগৎ প্যাভিলিয়ন | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ | শনি অর্থেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ কড়া নজরদারিতে ভোটযন্ত্রে শুরু প্রথম দফার পরীক্ষা
আশাকর্মীদের স্বাস্থ্যভবন ঘেরাও, আন্দোলনরতদের জোয়ার ৩

কলকাতা ৮ জানুয়ারি ২০২৬ ২৩ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.01.2026, Vol.19, Issue No. 205, 8 Pages, Price 3.00

জেলফেরত শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা অভিষেকের

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক দায়বদ্ধতা। কথা দিয়েছিলেন পাশে থাকবেন, আর সেই কথা রাখতেই বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে পৌঁছে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাষ্ট্রের জেলে বন্দি থাকার পর সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন দুই পরিযায়ী শ্রমিক অসিত সরকার ও গৌতম বর্মন। এদিন তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটান অভিষেক। তাঁদের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা শুনে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'মানুষের চোখের জল বিফলে যাবে না, একদিন না একদিন অভিশাপ লাগবেই।'

অভিযোগ, শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে মহারাষ্ট্র পুলিশ দুই পরিযায়ী শ্রমিক অসিত সরকার ও গৌতম বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁদের 'বাংলাদেশি' দাগিয়ে দিয়ে মহারাষ্ট্রে জেলবন্দি করা হয়েছিল। তাঁদের পরিবারের দাবি, বিষয়টি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এবং সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর নজরে আনলেও কোনও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের আইনি ও প্রশাসনিক সহযোগিতায় গত ডিসেম্বরের শেষে মুক্তি পান তাঁরা। এদিন শ্রমিকদের বাড়িতে বসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে শিউরে ওঠেন অভিষেক। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে বেনজির আক্রমণ করেন তিনি। অভিষেক বলেন, ''এলাকার সাংসদ ফ্যাশন শো-তে হাঁটতে ব্যস্ত, কিন্তু সাধারণ মানুষের পাশে নেই। যাঁর কোনো দায়িত্ববোধ নেই, সেই অহংকারের কারণেই তিনি আগামীতে 'প্রাক্তন' হবেন। মানুষ ৭ মাস জেলে এক হাত জায়গায় রাত কাটিয়েছে, সুকান্তবাবু কি একদিন তা পারতেন?'' সাংসদকে 'স্টপেজ মিনিস্টার' বলে কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, মানুষের জন্য করা কাজের 'রিপোর্ট কার্ড' কোথায়?

এদিন রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি অভিষেকের মানবিক রূপও ধরা পড়ে। দুই শ্রমিকের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত খোঁজখবর নেন তিনি। মুম্বই থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে ফিরতে পেরেছেন কি না, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি না, একেবারে ঘরের ছেলের মতো খোঁজ নেন অভিষেক। যাওয়ার আগে আবেগপ্রবণ পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমরা যোগাযোগে থাকব। রাজনীতি পরে হবে, আগে দায়িত্ব। পরের বার এসে চা খেয়ে যাব।'

আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, 'বিজেপি গত ১১ বছর ধরে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতায় রয়েছে।' তবে এদিনের সফর থেকে অভিষেক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের গায়ে 'বহিরাগত' বা 'বাংলাদেশি' তকমা সেঁটে দেওয়ার রাজনীতি তিনি মাঠ ছাড়বেন না।

উল্লেখ্য, এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হেলিকপ্টারে করে কলকাতা থেকে বালুরঘাটে পৌঁছন। তাঁর প্রথম গন্তব্য ছিল বালুরঘাট বিমানবন্দরই, যেখানে তিনি কুমারগঞ্জের ওসমান মিয়ার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন। এসআইআর এবং সংশ্লিষ্ট যাচাই প্রক্রিয়াকে ঘিরে ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে চলতি বছরের শুরুতে ওসমান মিয়া আত্মহত্যা করেছিলেন বলেই অভিযোগ করেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। কোনো আনুষ্ঠানিক স্থানে না গিয়ে বিমানবন্দরে বসেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোকাহত পরিবারের সাথে কথা বলেন। এরপর তিনি তপন বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন পাতিরামের লদীপুর গ্রামে যান, যেখানে তিনি দুই পরিযায়ী শ্রমিক, অসিত সরকার এবং গৌতম বর্মনের সাথে দেখা করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত সরকারের বাড়িতে প্রায় ২০ মিনিট কাটান এবং তাঁদের কথা শোনেন।

নাম বাদ যাবে না, মতুয়াদের বরাভয় শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মতুয়া সমাজের মধ্যে উদ্বেগের পরিবেশ বিরাজ করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন, '১ লক্ষ মতুয়ার নাম বাদ যেতে পারে।'

এসআইআর-এর বিরোধিতায় পথে নেমেছিলেন মতুয়াদের একাংশ। সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর অনশনেও বসেছিলেন। এসআইআর বাতিলের দাবিতে কলকাতার রাজপথে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল মতুয়াদের একাংশকে। ভোটের আগে এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে ময়দানে নেমেছিল তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমাগত যোগাযোগ রেখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে। এদিন সেই মতুয়া গড়ে পৌঁছলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দিলেন একগুচ্ছ আশ্বাসও।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে কোনও মতুয়ার নাম বাদ দিতে দেব না। রোহিঙ্গা মুসলিমদের নামও থাকতেও দেব না।' তিনি উল্লেখ করেন, সিএএ-তে ইতিমধ্যেই ৬০ হাজার মানুষ আবেদন করেছেন, এবং ১ হাজারের বেশি শংসাপত্রও পেয়ে গিয়েছেন। এই পদক্ষেপে মতুয়া সম্প্রদায়ের আতঙ্ক কিছুটা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ শহরের আরএস মাঠে সমাবেশে শুভেন্দু কটাক্ষ করে বলেন, 'এসআইআর নিয়ে মানুষকে লাগাতার ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল। ঠিক যেমন তারা এনআরসি-সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। একদিকে সিএএ-র বিরোধিতা করা হচ্ছে, অন্যদিকে মানুষকে আবেদন করতে বলছে, এটি দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়।'

শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা মতুয়া সমাজকে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি তিনি নিশ্চিত করেন, একটিমাত্রও সঠিক প্রমাণ থাকা মতুয়ার নামও কখনও বাদ দেওয়া হবে না।

এখানেই শেষ নয়, শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'সিএএ-র সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে মতুয়াবাড়ির সার্টিফিকেট কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছে, করবে।

আদি-নব্য মিশেলেই রাজ্য কমিটি পদ্মের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে ঘোষিত হল বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি। একাধিক রদবদল করা হল কমিটিতে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে বুধবার নতুন কমিটি ঘোষণা করল বঙ্গ বিজেপি। রাজ্য কমিটির পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছে মোর্চা সভাপতিদের নামও। সাতটি মোর্চা কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও ধারালো করতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এই বড়সড় রদবদল বলে মনে করা হচ্ছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সম্মতি ও নির্দেশেই প্রকাশিত হয়েছে নতুন রাজ্য কমিটি ও বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিদের নাম। দলীয় শিবিরে স্পষ্ট ইঙ্গিত, 'সময়ের লড়াই সংগঠনের, তাই কাঠামোকে যুদ্ধোপযোগী করাই প্রধান লক্ষ্য।'

৩৫ সদস্যের নয়া রাজ্য কমিটি, মোট সদস্য ৩৫ জন, সহ-সভাপতি ১২ জন, সাধারণ সম্পাদক ৫ জন, সম্পাদক ১২ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ ২ জন, অফিস সম্পাদক ১ জন, যুগ্ম অফিস সম্পাদক ২ জন, রাজ্য কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, নতুন সাধারণ সম্পাদকে তিন বড় পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে তিনটি বড় বদল, রয়েছেন সৌমিত্র খাঁ, বাপি গোস্বামী, শশী অগ্নিহোত্রী। সহ-সভাপতি ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে রয়েছেন, সঞ্জয় সিং, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরী, অগ্নিমিত্রা পল, নিশীথ প্রামাণিক, লকেট চট্টোপাধ্যায়, তনুজা চক্রবর্তী, শঙ্কর ঘোষ, দীপাঞ্জন গুহ। ঘোষিত হয়েছে নিম্নলিখিত ৭ মোর্চার

সভাপতির নাম। যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, কিষান মোর্চা, ওবিসি মোর্চা, এসসি মোর্চা, এসটি মোর্চা, সংখ্যালঘু মোর্চা।

আগেই রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির 'আদি' নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁকে মাথায় রেখে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ১২ জনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে রাখা হয়েছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। জায়গা পেয়েছেন মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তৃণমূল থেকে পদ্মশিবিরে যোগ দেওয়া তাপস রায়কেও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে রাখা হয়েছে। দলে ব্রাত্য থাকার অভিযোগ তোলা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কমিটিতে রাখা হয়েছে।

রাজ্য কমিটিতে স্থান পেয়েছেন সৌমিত্র খাঁও। তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকেও সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ছেন বিধায়র শঙ্কর ঘোষ। পদ্ম শিবিরের দাবি, পুরনো ও নতুনের মেলবন্ধনে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা করার পাশাপাশি বিজেপির বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। এসটি মোর্চার দায়িত্ব পেয়েছেন সাংসদ খগেন মুর্মু। যুব মোর্চার সভাপতি হয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ। মহিলা মোর্চার দায়িত্ব দেওয়া হল ফাল্গুনী পাত্রকে। সংখ্যালঘু মোর্চার দায়িত্ব পেলেন আলি হোসেন। উল্লেখ্য, প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল, বিধায়ক অশোক দিন্দা-সহ কয়েকজন বিধায়কের নয়া কমিটিতে নেই। বিজেপি সূত্র মারফত খবর, যাঁরা প্রার্থী হচ্ছেন এরকম কয়েকজনকে সাংগঠনিক দায়িত্বে না রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই মতোই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২৬-এর আগে রাজনীতির ময়দানে বার্তা স্পষ্ট, 'এটা সাধারণ বদলি নয়, সংগঠনের পুনর্জাগরণের সূচনা।'রাজনৈতিক মহলের মূল্যায়ন, এই তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে বিজেপির লড়াইয়ের কৌশল অনেকটাই পরিষ্কার। বিরোধীদের কটাক্ষ থাকলেও গেরুয়া শিবিরের প্রত্যয়ী ঘোষণা, 'দল প্রস্তুত, এবার সরাসরি ময়দানে নামার পালা।'

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'তে অমর্ত্যকে নোটিস কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের শান্তিনিকেতনের বাসভবন 'প্রতীচী'তে গিয়ে নোটিস দিয়ে যান সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও। অমর্ত্যের আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠদের অভিযোগ, শুধুমাত্র হয়রানির জন্য এই নোটিস! এদিন সকালে অমর্ত্যের বাড়িতে যান সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও সোমব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন। অর্থনীতিবিদের আত্মীয় শান্তভানু সেন জানান, আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা নোটিস গ্রহণ করেছেন।

ওই নোটিসে লেখা হয়েছে, প্রবাসী ভারতীয় অমর্ত্যের গণনাপত্রে কিছু তথ্যগত ভুল রয়েছে। নোটিসে বলা হয়েছে, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র কারণে তাঁর বয়স ও মায়ের বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম।' যা 'সাধারণত প্রত্যাশিত নয়।' তাই এসআইআরের ভোটার তালিকার প্রেক্ষিতে নথিপত্রের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। অমর্ত্য সেনের ঘনিষ্ঠ গীতিকণ্ঠ মজুমদার জানান, 'অমিতা সেনের জন্ম ১৯১৪ সালে। অমর্ত্য সেনের জন্মের সময় তাঁর মায়ের বয়স ছিল ১৯ বছর ৬ মাস। কমিশন নোটিসে ভুল করে ১৯১৪-এর জায়গায় ১৯১৮ উল্লেখ করেছে। এটা তাদের ভুল, কিন্তু নোবেলজয়ী ব্যক্তিকে নোটিস ধরানো হয়েছে।'এ জন্য আগামী ১৬ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় অমর্ত্যের বাড়িতে গিয়ে শুনানি করা হবে। তার মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে রাখতে বলা হয়েছে। বোলপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার অমর্ত্য কর্মসূত্রে বছরের বেশির ভাগ সময়েই ভারতের বাইরে থাকেন। তাঁকে এসআইআরের নোটিস পাঠানোর পরে শান্তভানু বলেন, 'সকলে জানেন অমর্ত্য সেন কে। এত বয়স্ক একজন মানুষকে শুধু শুধু হ্যারাস করার চেষ্টা। আর কী বলব! আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে নোটিস রিসিভ (গ্রহণ) করেছি।'

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, 'নিয়ম সকলের জন্য সমান। সাধারণ নাগরিক হোক বা বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব, পদ্ধতি একই থাকবে।'

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অর্মত্য সেনের নাম কী করে ভোটার তালিকায় এল তা নিয়েই আমার যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। আমি যতদূর জানি, অমর্ত্য সেনের কাছে আমেরিকার নাগরিকত্ব আছে। স্বাভাবিকভাবে তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া উচিত। এখনও কেন আছে সেটা আমার জানা নেই।' এই তথ্য দেওয়ার সময় বিজেপি নেতা বারবার বলেন, 'আমার ভুলও হতে পারে।'

কমিশনের বিবৃতি

■ **নির্বাচন কমিশনের তরফে এই প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, অমর্ত্য সেন একজন প্রবাসী ভোটার। তাঁর পরিবারের তরফে এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নোটিসটা গ্রহণ করা হয়েছে। নোবেলজয়ীর মায়ের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক মাত্র ১৫ বছরের কম হওয়ার কারণেই এই নোটিস পাঠানো হয়েছে।**

ট্রাম্পকে 'স্যার' সম্বোধন মোদীর?

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি: আমেরিকার থেকে ঘাতক হেলিকপ্টার কেনা নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় তিনি ট্রাম্পকে 'স্যার' বলেও সম্বোধন করেছিলেন! এমনটাই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও ট্রাম্পের এই দাবি সত্য কি না, সে ব্যাপারে ভারত সরকারের তরফে এখনও কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

সম্প্রতি মোদীর নাম নিয়ে বেশ কিছু দাবি করেছেন ট্রাম্প। ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনে বলে তিনি যে খুশি নন, তা মোদী জানেন বলেই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর আরও দাবি, শুল্ক নিয়ে টানাপড়েনের কারণে আবার মোদী তাঁর উপর খুশি নন। ভারত অবশ্য এ সব নিয়ে এখনও কোনও বিবৃতি দেয়নি। তার মধ্যেই এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল মোদীর 'স্যার' সম্বোধন করা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য।

মার্কিন কংগ্রেসের 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ'-এর রিপাবলিকান সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প দাবি করেন, অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের চুক্তি নিয়ে মোদী নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। যদিও ঠিক কোন সময়ের কথা তিনি বলছেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ''ভারত অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের বরাত দিয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছরেও ওরা হেলিকপ্টার পায়নি। তা নিয়ে কথা বলতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এসে বলেছিলেন, 'আসতে পারি স্যার?' আমি 'হ্যাঁ' বলেছিলাম।'' যদিও পরক্ষণেই ট্রাম্প জানান, তাঁর সঙ্গে মোদী সম্পর্ক খুবই ভালো।

হুঁশিয়ারি ট্রাম্প প্রশাসনের

■ **উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যেতে চাওয়া বা ইতিমধ্যে আমেরিকায় থাকা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের হুঁশিয়ারি দিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে বুধবার একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কী কী করলে মার্কিন ভিসা বাতিল হয়ে যেতে পারে। আমেরিকার আইন ভাঙলে যে কোনও মুহূর্তে ছাত্র ভিসা হারাতে পারেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। নির্দেশিকাটি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশেই জারি করা হয়েছে।**

পশ্চিমের ভণ্ডামি ফাঁস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতির মাঝে নাম না করে এবার আমেরিকাকে আক্রমণ শানালেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর।

বর্তমানে লুক্সেমবার্গ সফরে রয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। সেখানেই বিশ্ব কূটনীতি নিয়ে একের পর এক আক্রমণ শানান তিনি। কারও নাম না করেই জয়শঙ্কর বলেন, 'বর্তমান সময়ে যে কোনও দেশ কাজ করে নিজেদের স্বার্থে। যেখানে তাদের ফায়দা তারা সেটাই করে। কেউ কেউ রয়েছে যারা অন্যদের বেলায় বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে চলে আসে। যদি কিছু ঘটে তবে তারা বলবে, না না এটা করো না। অপারেশন সিঁদুরের সময় তার উদাহরণ আপনারা দেখেছেন। এখন আপনি যদি তাঁদের প্রশ্ন করেন, আচ্ছা আপনি চিন্তিত। তাহলে আপনি নিজের দিকে কেন তাকাচ্ছেন না? কেন এই হিংসা চালানো হচ্ছে, আপনারা যা করছেন তার জন্য বাকিরা কতটা উদ্বিগ্ন সে দিকে কেন নজর দেওয়া হচ্ছে না?'

কথায় বলে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও'। যার অর্থ, 'অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজে তা পালন করো।' সেই প্রবাদই স্মরণ করিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। যাবতীয় ভণ্ডামি ফাঁস করে তিনি বলেন, কিছু দেশ রয়েছে যারা অন্যকে বিনামূল্যের জ্ঞান দিতে আসে, অথচ নিজেদের মুখ আয়নায় দেখে না।

একইসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আসলে বর্তমান বিশ্বের প্রকৃতি এই পর্যায়েই চলে গিয়েছে। মানুষ যা বলে তা করে না। আমাদের একই মনোভাব নিয়ে এই চিন্তাধারা গ্রহণ করতে হবে।' উল্লেখ্য, গত বছর পাক

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল ভারত। হামলা চালানো হয় পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাস ঘাঁটিতে। সেই সময় আমেরিকা-সহ পশ্চিমের একাধিক দেশ ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। ভারতকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এই ধরনের উত্তেজনাবৃদ্ধি না করার। কারও নাম না নিলেও সে কথা মনে করিয়ে এবার ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ভণ্ডামি ফাঁস করেন জয়শঙ্কর।

পাশাপাশি ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে জয়শঙ্কর বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বিবৃতি দিয়েছি। আমি আপনাদের সেটা দেখার অনুরোধ করব। যদি আমি বিবৃতিটি সংক্ষেপে বলি তা হল, আমরা এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন, কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অনুরোধ করব যেন তারা আলোচনায় বসে এমন একটি অবস্থানে পৌঁছায় যা ভেনেজুয়েলার জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তার জন্য হিতকর। দিনের শেষে, এটাই আমাদের প্রধান উদ্বেগ।'

শীতের ছোবলে কেঁপেই চলেছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা নয়, দু'টো নয়, একগুচ্ছ উলের পোশাকও যেন আজ আর ঢাল নয়। ঠান্ডা হাওয়া হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে হাড়ের ভিতর। রাজ্যজুড়ে জমাট শীতের থাবা এতটাই তীক্ষ্ণ যে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরও জানিয়ে দিল, 'এ দাপট এখনই থামছে না'। অর্থাৎ শীতবিলাসীদের মুখে হাসি, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য রীতিমতো পরীক্ষা।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস স্পষ্ট জানান, 'বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে'। পাশাপাশি হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে শীতল দিনের পূর্বাভাস। কোথাও দৃশ্যমানতা নামতে পারে ৫০ মিটারে, ঘন কুয়াশায় কার্যত অদৃশ্য রাস্তা, সতর্কবার্তাও তাই জারি।

উত্তরবঙ্গ যেন আরও জমাট বরফের পাত। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে টানা কয়েকদিন শীতল দিনের সতর্কতা। দার্জিলিং, মালদা, ডুয়ার্স, সকালের কুয়াশা যেন পর্দা টেনে দিচ্ছে আকাশের ওপর। আগামী একাধিক দিন কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতাই হবে স্বাভাবিক দৃশ্য বলে দাবি আবহাওয়া দপ্তরের।

কলকাতাও কাঁপছে। শহরের পারদ নেমেছে দশের ঘরে। স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা অনেকটাই নিচে। দিনের বেলায়ও রোদ যেন নিস্তেজ দর্শক। ঠান্ডা বাতাসের ধারালো স্রোত কেটে দিচ্ছে শহরের গলি-রাস্তা।

কলকাতায় জানুয়ারি মাসের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড, ১৮৯৯ সালের ২০ জানুয়ারি ৬. ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৮ সালে ৮ জানুয়ারি ১০. ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২৩ সালে ৬ জানুয়ারি ১০. ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরই মাঝে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ভ্রূকুটি। তবে তার প্রভাব এখনো ততটা চোখে পড়ার মতো নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Vidya Sagar Shaw ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Noumi Shaw ও N. Shaw উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৬/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Safiul Ziaul Haque S/o. Ziaul Bhauddin Haque ও Mohamad Safiul Haque S/o. Ziaul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৭৯৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Debi Prasad Maity ও Debi Prasad Maiti S/o. Chandranath Maity উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION
I, Krishan Kumar Chandak, S/o Ganga Das Chandak, residing at 31 (New 10), P.L Som Street, Bhadrakali, Uttarpara Kotrung (M), Pin - 712232, West Bengal. Shall henceforth be known as Krishan Kumar Chandak as declared before the Judicial Magistrate Kolkata, Vide affidavit Nos. 317 & 318 Dated 06.01.2026, Krishna Kumar Chandak, Krishan Chandak and Krishan Kumar Chandak all are same and identical person.

AFFIDAVIT
আমার প্রকৃত নাম BROJENDRA NATH ROY. ঠিকানা ৮০২/৫, Madhya Nilachal, P.O- Nilachal P.S- Airport, Kol-134 আমার বি. এ-র এডমিট কার্ড সহ অন্যান্য সরকারি নথিতে BROJENDRA NATH RAY ও BRAJENDRA NATH RAY রয়েছে। ব্যারাকপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে BROJENDRA NATH ROY, BROJENDRA NATH RAY ও BRAJENDRA NATH RAY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT
I, **ACHHIYA BIBI** W/O AJIMUDDIN MONDAL resident of Vill. & P.O.- Harekrishnapur, P.S.- Sagarpara, Dist.- Murshidabad do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. S. D. E. M./Notary Public at Domkal, Murshidabad dated 06.01.2026 that my actual name is ACHHIYA BIBI and my husband's name Ajimuddin Mondal has been recorded in my Aadhar Card and SBI Bank Passbook vide A/C No. 38188676754 but my name has been wrongly recorded as ACHHIYA BIBI MONDAL in my Voter Card being no. RVD2556736, ACHHIYA BIBI MANDAL in my son's voter card being no. RVD2607109 and my husband's name Ajimuddin Mandal in heirs certificate and my son's death certificate vide reg. No. D/2025/0452719 dt. 81/08/2025. ACHHIYA BIBI, ACHHIYA BIBI MONDAL and ACHHIYA BIBI MANDAL and my husband Ajimuddin Mondal and Ajimuddin Mandal are the same and one identical persons.

AFFIDAVIT
I, SANKET SINGH S/O DINESH KUMAR SINGH residing at 266/D, G.T. Road, P.O. - Liluah, P.S. - Liluah, Dist. - Howrah - 711204 do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah dated 07.01.2026 that my father's actual name is DINESH KUMAR SINGH and it is recorded in my Aadhar Card but in my birth certificate vide Regn. No. 730/25 issued by the Kolkata Municipal Corporation on 12-04-2005, my father's name has been recorded as DINESH SINGH inadvertently. Purpose of this affidavit is to rectify it. DINESH KUMAR SINGH and DINESH SINGH is the same and one identical person.

নাম-পদবী
3/1/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি সারিফুল সেখ ও সারিকুল সেখ এবং আমার পিতা সামচের সেখ ও সামসের সেখ একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী
আমি হাবিবুর রহমান সেখ ১৮/১১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Habibar Rahaman Sk ও Habibar Rahaman Shaikh, আমার স্ত্রী বিলকিস খাতুন সেখ ও বিলকিস নাহার বিবি, আমার পুত্র Mahashin Ali Sekh ও Mahashin Ali Shaikh সকলে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী
আমি প্রদীপ কুমার বসু ২/১২/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Prodip Kumar Bose, S/o- Kanailal Bose ও Prodip Kumar Bosu, S/o- Kanailal Bosu একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME
I, Raju Molla S/O- Nakimuddin Ahammad, Vill+ P.O.- Shyamnagar, P.S.- Polerhat, Dist- South 24 Parganas, Pin- 700135. Solemnly Declare that my father Nakimuddin Ahammad@ Ahammad Nikimuddin and Manik Molla is the same and one identical person before the judical magistrate at Baruipur Court vide affidavit No- 9401, Date- 03-11-2025.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই জানুয়ারি। ২৩ শে পৌষ। বৃহস্পতি বার। জন্মে সিংহ রাশি। পন্‌ঞ্চমী তিথি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ স্বামী প্রনবানন্দ ব্রম্ভচারি র প্রয়াণ দিবস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বৈদিক অনুষ্ঠান)

ক্রয় বিক্রয়
আমরা **শ্রী সুরজিৎ মুন্ডারী,** পিতা- গেদু মুন্ডারী ও শ্রীমতি মাম্পি মুন্ডারী, স্বামী- শ্রী সুরজিৎ মুন্ডারী উভয়ের সাং গাংনাপুর (মধ্যপাড়া), পোঃ ও থানা- গাংনাপুর, জেলা- নদীয়া, আমাদের নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত ২০ নং লালপুর মৌজায় এল.আর. ৪৩১ নং দাগে ০১.৫ শতক এবং এল.আর. ৪২৯ নং দাগে ০১.৩৮ শতক সম্পত্তি, একুনে ০২.৮৮ শতক সম্পত্তি সত্ত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমাদের উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৬৪৭১৪৬৮০২ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

LOST AND FOUND
Notice is hereby given that the original Mark Sheet/Degree Certificate for B.Com Honors (2008-2011), Roll No. - 1034-54-0212 and for Class XII (2006-2008), Roll No. - 427241, belonging to Varsha Rungta, has been lost. A police complaint G.D.E - 398 has been lodged at Tangra Police Station and Affidavit before Judicial Magistrate Alipore Kolkata No. - 4212 has been filed . If found, please return to Tangra Police Station.

Sd/- Varsha Rungta

PUBLIC NOTICE
My Client intends to purchase all that the Flat No. 3A on the 3rd Floor measuring a super built up area of 2277 sq.ft. approx. alongwith one servant quarter on 3rd floor comprised in the Building No. 01 and one covered car parking space on ground floor of the building namely 'The Banyan Tree Residency' at Premises No. 27A, Shib Kristo (Krishna) Daw Lane, P.S. Phoolbagan, Kolkata-700054, from its present owner M/s. Pinion Developers Pvt. Ltd. free from all encumbrances, attachments, liens, mortgages etc.

Any person(s) having any claim, demand, lien, mortgage or any other right whatsoever on the aforesaid Property can contact me with valid documents within 10 days failing which no claim & demand shall be entertained in future in respect of the aforesaid property.

H.P.Mittal, Advocate
268A, B BGanguly Street,
Kolkata - 700 012

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চাকরির দাবিতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদ, ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতীকী নবান্ন অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকরির দাবিতে ফের উত্তাল হল তিলোত্তমা। দীর্ঘ ১১ বছরের বঞ্চনা ও কর্মহীনতার প্রতিবাদে বুধবার কয়েকশো আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী রাজপথে নেমে প্রতীকী নবান্ন অভিযান করেন। নিয়োগের দাবিতে তাঁদের এই আন্দোলন ঘিরে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ শিয়ালদহ থেকে মিছিল শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেলের দিকে এগিয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা নিয়োগের আশায় দিন গুনছেন, অথচ এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান

মেলেনি। প্রশাসনের শীর্ষস্তরে নিজেদের যন্ত্রণার কথা পৌঁছে দিতেই এই প্রতীকী নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতে ধর্মতলার ডরিনা ক্রসিংয়ে কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়েও প্রতিবাদ জানান। এর ফলে কিছুক্ষণের জন্য ধর্মতলার মতো ব্যস্ত এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় পুলিশ এবং অল্প সময়ের মধ্যেই যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। তাঁদের একটাই দাবি;অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান হোক।

সেবাশ্রয় শিবিরের নামে তৃণমূল এবার রক্ত চুরি করবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সেবাশ্রয় শিবিরের নামে তৃণমূল এবার রক্ত চুরি করবে। বুধবার বীজপুর কেন্দ্রের হালিশহরে দলীয় বনভোজনে অংশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি এভাবেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, সরকারি হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও, সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে চালু হয়েছে সেবাশ্রয় শিবির। এদিন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এতদিন গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি ও মাটি চুরি সবাই দেখেছে। এবার চুরির তালিকায় নতুন সংযোজন হয়েছে খাল সংস্কারের নামে মাটি ও গাছ চুরি। তাঁর অভিযোগ, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের কয়রাপুর খাল থেকে মাটি চুরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি খালের পাড়ে থাকা বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন সাংসদের কটাক্ষ, সেবাশ্রয় শিবিরের নামে এবার তৃণমূল রক্ত চুরি করবে। কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল, নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মতো সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও, সেবাশ্রয় শিবির করতে হচ্ছে। আসলে সেবাশ্রয় শিবিরের নামে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভুল-ত্রুটির অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি আদালতে যেতেই পারেন। আমরাও চাইছি, আদালতে গিয়ে উনি এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিক। তাহলে পরবর্তীতে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসনে নির্বাচন হবে। প্রসঙ্গত, শুনানিতে ডাক পেতেই নাকি মানুষজন মারা যাচ্ছেন। তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ করা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, করোনা কালে অনেকেই মারা গেছেন। তাঁর প্রশ্ন, এসআইআর প্রক্রিয়া করোনা রোগ নাকি? এর জন্য মানুষ মারা যাবে। প্রসঙ্গত, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গজিয়ে উঠেছে একাধিক 'বার'। এপ্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, বাংলার নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র যেখানে সবচেয়ে বেশি 'বার' গজিয়ে উঠেছে। আর প্রত্যেকটা বার চালানোর জন্য পার্থ ভৌমিক পয়সা নেন। এমনকী পার্থ ভৌমিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের শহর এই নৈহাটিকে পুরো নষ্ট করে দিয়েছেন।

ফেরত এসেছে দশ হাজার ভোটার কার্ড, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের আবহে প্রায় দশ হাজার নতুন ভোটার কার্ড ফেরত আসার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মেনে ডাক বিভাগের মাধ্যমে ওই ভোটার কার্ডগুলি সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাপকদের খোঁজ না মেলায় কার্ডগুলি ফেরত আসে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, বিষয়টি আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা হবে না। তাঁর বক্তব্য, যাঁদের নামে এই ভোটার কার্ডগুলি ইস্যু করা হয়েছে, যদি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম বৈধ ভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে পুনরায় নির্ধারিত পদ্ধতি মেনেই সেই কার্ডগুলি তাঁদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের দাবি, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময় ঠিকানা সংক্রান্ত ত্রুটি, বাড়ি পরিবর্তন কিংবা ভুল তথ্যের কারণেই অনেক ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে প্রাপকের সন্ধান মেলে না। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর সমস্ত তথ্য একবার খতিয়ে দেখে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এই ধরনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে যাচাই, বাছাই করাই কমিশনের কৌশল। যাতে কোনও যোগ্য ভোটার বঞ্চিত না হন, সেই বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের খেলা।

মঙ্গলবার বিপ্লবী লীলা রায় সভাঘরে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হল কাব্যবীথি লিটল ম্যাগাজিন। নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিতেই এই ম্যাগাজিনের পথ চলা বলে জানালেন কাব্যবীথির সম্পাদক হীরক মুখোপাধ্যায়।

অতি চালাকির শেষমেশ গলাতেই দড়ি, ভুয়ো প্রচারে তৃণমূল নেতাকে তীব্র কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতার সস্তা চর্চা ও ধারাবাহিক ভুয়ো প্রচার-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডাঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার চালিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে তৃণমূলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা ও তাঁর অনুগামীরা। কটাক্ষের সুরে সুকান্তর মন্তব্য; অল্প জ্ঞান যখন বড়াইয়ের হাতিয়ার হয়, তখনই এমন হাস্যকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

বিজেপি-র দুই বুথ সভাপতি কাজের জন্য মহারাষ্ট্রে চলে গিয়েছেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ অস্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, ওই দু'জনের কেউই কখনো ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন না। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, তাঁরা সুকান্তবাবুর সহযোগিতা চেয়ে পাননি। এই অভিযোগও অস্বীকার করেছেন তিনি।

৩০ সেকেন্ডের ভিডিও-যুক্ত করে সুকান্তবাবু লিখেছেন, সস্তা 'স্টান্টবাজি' এবং লাগাতার মিথ্যাচারে অভ্যস্ত এক মাতব্বর তৃণমূল নেতা গত কয়েকদিন ধরে প্রকাশ্যে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য প্রচার চালিয়ে চলেছেন। প্রতিটি ঘটনাই আমাদের নজরে রয়েছে। তবে প্রবাদ আছে, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। তিনি ও তাঁর দলের অশিক্ষিত অনুচররা যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা করুন না কেন, সত্য কখনোই চাপা থাকে না।

কারণ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা গৌতম বর্মনের স্ত্রী নিজেই স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সমস্যার বিষয় সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছিলেন। তবে তিনি তাঁর বক্তব্যে একবারও উল্লেখ করেননি যে, ন্যূনতম সহায়তার আশ্বাস না পেয়ে তাঁকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে হয়েছিল! আমি সেই সময়েই প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়টি তাঁকে জানিয়েছিলাম, এ

কথাও সর্বসমক্ষে স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কাজের জন্য মহারাষ্ট্রে যাওয়া উল্লিখিত দু'জনের কেউই কখনো ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন না। সাংগঠনিক কাঠামো ও বুথ স্তরের রাজনীতির ন্যূনতম ধারনা না রেখেই সস্তা মিথ্যাচারে লিপ্ত হলে সাধারণত এমন ভ্রান্তি ও হাস্যকর পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়। প্রবাদেই আছে; অতি চালাকের গলায় দড়ি। এই এক্সবার্তা সুকান্তবাবু যুক্ত করেছেন এআইটিসি-র দলীয় এক্স হ্যান্ডলের সঙ্গে।

'সময় দিন, আমরা কথা বলব, না-হলে পথে নামব'

মুখ্যসচিবকে হুঁশিয়ারি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপালের পর এবার সরাসরি রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে শুরু হলেও বাকিটা জুড়ে দাবি এবং চাপের ভাষা স্পষ্ট। সংগঠনের বক্তব্য; সপ্তম বেতন কমিশন গঠন, এআইসিপিআই অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিতকরণ এবং দীর্ঘদিনের শূন্যপদে নিয়োগ; এই সব ইস্যুতে আর বিলম্ব চলবে না।

চিঠিতে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে বকেয়া ডিএ-সহ দাবি আদায়ের জন্য ধারাবাহিক অবস্থান-বিক্ষোভ চলছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অসম্পূর্ণ সুপারিশ কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ। প্রায় ছয় লক্ষ শূন্যপদে দ্রুত, স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দাবি তুলেছে সংগঠন।

যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ স্পষ্ট

করে বলেন, তএই বিষয়গুলি হাজার হাজার কর্মচারী-শিক্ষকের জীবিকা ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত; এগুলো আর ফাইলের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে না। আরেক ধাপ কড়া সুরে তাঁর সতর্কবার্তা, মুখ্যসচিবের ইতিবাচক সাড়া আশা করছি; না পেলে পরিকল্পনা মতোই পথে নামব। রাজ্যের বাড়তে থাকা বেকারত্ব, কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এবং আয়-ব্যয়ের অসাম্য;সব মিলিয়ে এই চিঠি শুধু দাবি-তালিকা নয়, চাপের রাজনীতির সরাসরি বার্তা। এখন নজর নবান্নের দিকে।

বাসযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রীবোঝাই বাসে আগুন লাগার একাধিক ঘটনার প্রেক্ষিতে বাসযাত্রীদের নিরাপত্তা জোরদার করতে নতুন ও বিস্তৃত নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। পরিবহণ দপ্তরের তরফে জারি হওয়া এই নির্দেশিকায় সরকারি ও বেসরকারি; দু'ধরনের বাসের ক্ষেত্রেই অগ্নিনিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, নজরদারি ও জরুরি প্রস্তুতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের সমস্ত রাজ্য পরিবহণ সংস্থাকে যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেল গঠন করতে হবে। এই সেলগুলি নিয়মিত ভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করবে, সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করবে এবং আগাম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করবে। একই সঙ্গে প্রতিটি রাজ্য পরিবহণ সংস্থাকে অগ্নিকাণ্ড ও সড়ক দুর্ঘটনা-সহ গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বিষয়গুলি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি ও কার্যকর করতে বলা হয়েছে। সেই এসওপি সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রচার করতে হবে এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচি চালাতে হবে। বেসরকারি যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির অধীনে যাত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেল গঠন করা হবে। পাশাপাশি পরিবহণ অধিকর্তার দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি বাসগুলির জন্য একটি অভিন্ন এসওপি প্রস্তুত করা হবে, যাতে সব অপারেটরকে একই মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিয়মিত মক ড্রিল বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিটনেস সংক্রান্ত নির্ধারিত সময়সূচি কঠোরভাবে মানতে হবে। বিশেষ করে যেসব বাসে ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ইউনিট রয়েছে, সেগুলিকে আগুন লাগার ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কুমোরটুলির শিল্পীদের জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে তৈরি হচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'কারুবাসনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুমোরটুলির মাটির গন্ধ, শিল্পীর হাতের ছোঁয়া আর একটি জীবনের শেষ প্রশ্ন; এই সবকিছুকে একসঙ্গে বুকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র কারুবাসনা। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিমাই ঘোষ, চয়ন দে ও গার্গী রায় চৌধুরী। অশীতিপর অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী কুঞ্জ বিহারী পাল কেবল একজন মানুষ নন; তিনি কুমোরটুলির এক জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর হাতের মূর্তি বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছেছে নিউ জার্সি, জর্জিয়া পর্যন্ত। কিন্তু এবছর দুর্গাপুজোর আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারি নিষেধে মাটির কাজে হাত দিতে না পারা কুঞ্জর জীবনে নেমে আসে গভীর দুশ্চিন্তা। তাহলে তার ঠাকুর গড়ার কাজ তাহলে শেষ করবে কে, কে বয়ে নিয়ে যাবে তাঁর শিল্প সত্তাকে। কন্যা চারুমতী পাল না তাঁর শিষ্য শিবেন। এই নিয়েই এগিয়ে গিয়েছে সিনেমার গল্প। ২৩ জানুয়ারি ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে সিনেমাটি।

বুধবার মন্ত্রী শশী পাঁজার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের দল সিইও দপ্তরে মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

পাঁচ বছর নিখোঁজ, ভোট এলে হঠাৎ হাজির

তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার তর্পণ দিবসে নন্দীগ্রাম ভূমিরক্ষা আন্দোলনের অমর তিনজন শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শাসক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ছুঁড়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠল দুর্নীতি, বঞ্চনা ও রাজনৈতিক ভন্ডামির অভিযোগ। তৃণমূল নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে শুভেন্দুর বক্তব্য; পাঁচ বছরের মাথায় ভোট এলেই তালগোল পাকিয়ে হাজির হন, কিন্তু মানুষের দুর্দশায় তাদের দেখা মেলে না। শুভেন্দুর অভিযোগ, রাজ্যের মানুষ প্রকৃত চিকিৎসা, ওষুধ ও সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁর দাবি, চিকিৎসা দিতে পারে না, ওষুধ দিতে পারে না, আয়ুষ্মানও চালাতে পারে না; আর সুযোগ পেলেই মানুষের টাকার ওপরই ডালপালা বিস্তার করে। তিনি আরও অভিযোগ তোলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করছে।

নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দুর মন্তব্য; নন্দীগ্রাম নিয়ে যাঁরা আজ বড় বড় কথা বলেন, সেই মানুষরাই একসময় ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সত্যের সামনে দাঁড়ালে কৃত্রিমতা টেকে না। তিনি দাবি করেন, সেখানে মানুষের রায়ই শেষ কথা বলেছে এবং ভবিষ্যতেও

বলবে। ভোটের সময় শাসক দল মানুষের দরজায় কড়া নাড়লেও পরবর্তী পাঁচ বছর নিখোঁজ থাকার অভিযোগ তুলে বিরোধী নেতা কটাক্ষ করে বলেন; প্রজাপতির মতো ভোটের সময় উড়ে আসেন, ভোট শেষ হলেই মিলিয়ে যান। মানুষ সব বুঝতে শিখেছে।

হিংসা ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসেরও অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বহু এলাকায় বিরোধী কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। তৃণমূল নেতৃত্বকে উদ্দেশ করে তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি; মানুষের বিচার সবচেয়ে বড় বিচার। অন্যায়ের জবাব মানুষই দেবে। এরপরই ধারালো ভাষায় শুভেন্দুর সংযোজন; ভয় দেখিয়ে, টাকা দেখিয়ে সবকিছু কেনা যায় না। পাপ করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে।

কড়া নজরদারিতে ভোটযন্ত্রে শুরু প্রথম দফার পরীক্ষা, অপরীক্ষিত ইভিএমে ভোট নয়, জারি বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা উত্তর জেলার নির্বাচন দপ্তর জানাল, ইভিএম ও ভিভিপ্যাটে শুরু হয়েছে প্রথম দফার কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জেসপ বিল্ডিং থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট ঘোষণা; যে যন্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না, তার জায়গা ভোটে নেই।

জানা গিয়েছে, ৭ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত (১২ জানুয়ারি বাদে) কুঁশীদাস অনুশীলন কেন্দ্রেই চলবে এই ফার্স্ট লেভেল চেকিং। ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (ইসিআইএল)-এর অনুমোদিত প্রকৌশলীরাই এই কাজ করবেন। যাবতীয় প্রক্রিয়া হবে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, নির্বাচন কমিশনের স্থিরবিধি মেনে।

নির্বাচন কমিশনের ইভিএম-ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়ম ও ধাপে ধাপে পরীক্ষার পুরো পদ্ধতিই অনুসরণ করা হবে। সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর একযোগে নজর রাখছে জেলা

নির্বাচন দপ্তর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং নির্বাচন কমিশন; তাই বাড়তি স্বচ্ছতার আশ্বাস প্রশাসনের।

রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়িত্বশীল ভূমিকায় আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, জাতীয় ও রাজ্যস্তরে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা এসে নিজের চোখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখুন। ইতিমধ্যেই ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে জেলা ও রাজ্য দপ্তরে লিখিতভাবে ডাক পাঠানো হয়েছে প্রতিনিধিদের নাম পাঠাতে। সংক্ষেপে বার্তা একটাই, ভোট বাক্সে প্রযুক্তির স্বচ্ছতা অটুট রাখতে কড়াকড়ি সর্বোচ্চ স্তরে। কলকাতা উত্তর জেলার নির্বাচন আধিকারিকের সোজাসাপটা ঘোষণা; নিয়মভাঙা নয়, নির্ভুলতাই একমাত্র পথ।

কল্যাণীতে হানা, পাচারচক্রে জড়িত থাকার সন্দেহে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নারী ও শিশু পাচারচক্রের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েই ফের সাফল্য পেল লালবাজার। নদিয়ার কল্যাণীতে হানা দিয়ে ধরা পড়ল এই চক্রের মূল যোগাযোগকারী হিসেবে সন্দেহভাজন দুই জন; সাথী বিশ্বাস ওরফে টিনা এবং তন্ময় দাস। মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইলেকট্রনিক ট্র্যাকিংয়ের সূত্রে তাঁদের অবস্থান চিহ্নিত হয় বলে গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আইটিআই মোড় লাগোয়া এক ক্যাফেতে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে দু'জনকে কলকাতায় আনা হয়েছে এবং ক্রস-ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে

বৃহত্তর নেটওয়ার্কের খোঁজ শুরু হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে বড়তলা অঞ্চলের এক যৌনপল্লিতে তল্লাশি চালিয়ে ন'জন নাবালিকা সহ একাধিক তরুণীকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সেই মামলার তদন্তেই উঠে আসে বিস্তৃত দালালি-চক্রের হদিস; জেলা থেকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাদের এনে দুষ্কর্মে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। সেই সূত্রেই টিনা ও তন্ময়ের খোঁজে দীর্ঘদিন অভিযান চলছিল; অবশেষে কল্যাণীতে উপস্থিত হতেই দু'জনকে পাকড়াও করা হয়।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, যাবতীয় আর্থিক লেনদেন, যোগাযোগের রুট ও পৃষ্ঠপোষকদের শনাক্তকরণ এখন তদন্তের মূল লক্ষ্য। আরও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও মিলছে। এক গোয়েন্দা আধিকারিকের কথায়, অভিযান থামবে না; পুরো যোগসূত্র সামনে না-আসা পর্যন্ত তদন্ত অব্যাহত থাকবে।

নারীদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নীতিকে মানব না: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে কড়া বার্তা দিয়ে জানান, আসন্ন নির্বাচনে নারীরা কোনোভাবেই নিজের অধিকার থেকে সরে আসবেন না। তাঁর বক্তব্যে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, বিজেপির কিছু নেতা প্রকাশ্যে বলেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সুবিধাভোগী নারীদের ভোটের দিন বাড়িতে আটকে রাখার কথা। আমরা এই মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে কখনো মেনে নেব না। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীদের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে রাখার মাধ্যমে তাঁদের সম্মান, ক্ষমতা ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু বিজেপির স্বপ্ন নারীদের চার দেওয়ালের ভেতরে আটকে রাখার, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নারীর অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা।

শশী পাঁজা জোর দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নারীরা প্রস্তুত। এই নারীবিরোধী দলের উদ্দেশ্য নষ্ট করার চেষ্টা করলে তাঁরা ভোটের

মাধ্যমে যথাযথ জবাব দেবেন। তাঁর বক্তব্যে দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নই রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণের প্রধান শক্তি।

তিনি আরও বলেন, নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো মানেই সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তি দৃঢ় করা। কোনো দলই এই অধিকার হরণ করতে পারবে না। আমাদের নারীরা শাসক দলের সঙ্গেই নয়, সমস্ত নারীবিরোধী শক্তির প্রতিরোধ। শশী পাঁজার স্পষ্ট বার্তা; নারীরা চুপ থাকবেন না, ভোটে শক্তি প্রদর্শন করবেন এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখবেন।

আমরা 'টেন্টেড' নই, সিস্টেমের শিকার, চার্জশিটের নথি চাই, দাবি দাগীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি ২০১৬ নিয়োগ বাতিলের তালিকায় যাঁদের 'দাগী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের একাংশ এবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন। লক্ষ্য একটাই, কোন কোন নথির ভিত্তিতে চার্জশিট তৈরি হয়েছে এবং সেই নথির কপি তাঁরা কেন পাবেন না, তার স্পষ্ট জবাব। আইনজীবী ঋষভ আহমেদ খানের বক্তব্য, মামলার খসড়া প্রস্তুত, শীঘ্রই হাইকোর্টে জমা পড়বে।

এর আগে 'দাগী' চাকরিহারাদের প্রায় দু'শো জন আলিপুরের সিবিআই বিশেষ আদালতে নথির কপি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত জানায়, যাঁরা মূল মামলার অভিযুক্ত বা স্বীকৃত সাক্ষী নন, ফৌজদারি আইন অনুযায়ী তাঁদের পক্ষে চার্জশিটের কপি দাবি করা সম্ভব নয়। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বেশ কিছু আবেদন খারিজ হয়। সেই সিদ্ধান্তকেই এবার চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছেন আবেদন

খারিজ হওয়া 'দাগী'দের একাংশ।

ঋষভ আহমেদ খানের কথায়, সিবিআই যাঁদের টেন্টেড বলে চিহ্নিত করেছে, তার ভরসাতেই এসএসসি চাকরি কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু 'টেন্টেড' বলতে কী বোঝায়; কোনো আদালতই তা সংজ্ঞায়িত করেনি। আমরা নথি চাইছি, কারণ কোন তথ্যের ভিত্তিতে জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়া হল, সেটাই জানতে চাই। উল্লেখ্য, এসএসসি ২০১৬-র মাধ্যমে প্রায় ২৬ হাজার নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ বহাল রেখেছে শীর্ষ আদালত। দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চাকরি বাতিলের পাশাপাশি পুনরায় পরীক্ষার সুযোগও রুদ্ধ হয়েছে। এরই মাঝে নতুন আইনি লড়াইয়ে উত্তেজনা বাড়ছে 'দাগী'দের।

প্রকৃতি এখন স্ক্যানযোগ্য, এক ট্যাপে মিলবে গাছের জীবনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুভাষ সরোবরের গাছ এখন আর নিছক ছায়া বা সৌন্দর্য নয়;তাদের প্রতিটির থাকবে নিজস্ব পরিচয়পত্র। কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, সবুজ সংকেত ও অর্থ বরাদ্দ মিললেই এ বছরই শুরু হবে প্রতিটি গাছে কিউআর কোড বসানোর প্রকল্প। প্রায় শত একরের সরোবর এলাকায় চল্লিশ একর জলাভূমি, বাকিটা ঘন সবুজে মোড়া। অথচ এত গাছের বয়স, প্রজাতি, সংখ্যা; সবই অনথিভুক্ত। সেই অন্ধকার ভাঙতেই এ উদ্যোগ।

কেএমডিএ সূত্রে খবর, প্রতিটি গাছের খুঁটিনাটি নথিবদ্ধ হলে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দুই-ই বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা এগিয়েছে। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল, পলাশ থেকে শুরু করে দেবদারু; বৈচিত্র্যে ভরা এই সবুজ ভাণ্ডার। রবীন্দ্র সরোবরের সমীক্ষায় যেমন হাজার হাজার বৃক্ষের বয়স-পরিচয় উঠে এসেছে, তেমনই

সুভাষ সরোবরের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরির প্রস্তুতি চলছে। এক আধিকারিকের ভাষায়, এই দুই সরোবরই শহরের ফুসফুস। তথ্যভিত্তিক নজরদারি হলে ভবিষ্যতের বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনাও হবে নিখুঁত। কিউআর কোড স্ক্যান করলেই মিলবে গাছের সম্পূর্ণ জীবনকথা; এবার প্রকৃতিও কথা বলবে।

চল রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন... ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

অধিকার কেড়ে নিলে আমরা চুপ থাকব না, পেনশন নিয়ে একযোগে হুঁশিয়ারি অধ্যাপকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসর-ভাতা, পেনশন ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা ছেঁটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে; এমন অভিযোগে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন। তাঁদের অভিযোগ, নীতিনির্ধারণের আড়ালে গভীর ষড়যন্ত্রদ চলছে, যার লক্ষ্য অবসরোত্তর নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়া। হঠাৎ নিয়ম পাল্টে পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটির অর্থ আটকে রাখার প্রস্তাবই উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

অধ্যাপক সংগঠনগুলির বক্তব্য, নিয়োগের সময় যে শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়োগকর্তা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছিল, অবসরের সব সুবিধা দেওয়ার দায়িত্বও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেক শিক্ষক বেশি পারিশ্রমিকের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার ভরসায় বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নিয়েছেন। এখন নিয়ম বদলে দিলে তাঁরা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী মোট পেনশনের কেবল ৭৫ শতাংশ প্রভিশনাল দেওয়ার কথা, বাকি অংশের নিশ্চয়তা নেই; এ নিয়েই ক্ষোভ তুঙ্গে। গ্র্যাচুয়িটির একাংশ আটকে রাখার প্রস্তাব নিয়েও প্রশ্ন। জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, ডিপিপিজি ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার খর্ব করা হচ্ছে; এটা আইনসঙ্গত নয়।

অধ্যাপক সংগঠনগুলির সোজাসাপ্টা দাবি; পেনশন অনুমোদনের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই থাকতে হবে, অবসরপ্রাপ্তদের প্রাপ্য সম্পূর্ণ অর্থ অবিলম্বে দিতে হবে এবং ডিপিপিজির নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি, শূন্যপদে দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ করে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অচলাবস্থা দূর করার আহ্বান জানিয়েছে জুটা, কুটা, আরবিউটা-সহ সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ।

নেতাই-এর শহিদদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নেতাই -এর অমর শহিদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। বুধবার এক্সবার্তায় একথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, আজকের দিনে ২০১১ সালে ঝাড়গ্রাম জেলার নেতাই গ্রামে হার্মাদবাহিনীর হাতে প্রাণ হারান ৯ জন নিরীহ মানুষ। নেতাই-এর সেই সকল শহিদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রসঙ্গত, ২০১১-র ৭ জানুয়ারি একদল সশস্ত্র লোক গুলি চালিয়ে ৯ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে, যা

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভিযোগ, হামলাকারীরা সিপিএম-এর কর্মী। ঘটনাটি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর বাম সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং মমতার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে, যা তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে, এরপর তিনি নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেন এবং ঘটনার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়।

আশাকর্মীদের স্বাস্থ্যভবন ঘেরাও, ব্যারিকেড ভাঙল আন্দোলনরতদের জোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: বুধবার সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনের সামনে উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যখন হাজার হাজার আশাকর্মী নেমে আসে ঘেরাও অভিযান চালাতে। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। একপর্যায়ে আশাকর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে স্বাস্থ্যভবনের দিকে এগিয়ে যান। পরে ১৫ জনের প্রতিনিধি দল ভিতরে প্রবেশ করে বৈঠকের জন্য।

রাজ্যব্যাপী কর্মবিরতি ঘোষণা করেছিল আশাকর্মী ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়ন, যা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে চলছে। বুধবার তা ১৬তম দিন স্পর্শ করল। স্বাস্থ্যভবনের চত্বরে আশাকর্মীদের স্লোগান ও বিক্ষোভে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

অন্দোলনরতদের প্রধান দাবি, মাসিক ন্যূনতম ভাতা ১৫ হাজার টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, দীর্ঘদিনের বকেয়া পরিশোধ, নিয়মিত ছুটি এবং কাজের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা।

রাজ্য সম্পাদক ইসমাতারা

খাতুন বলেন, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি জানানো হয়েছে। স্থায়ী সমাধান না মেলায় বাধ্য হয়ে কর্মবিরতি ও স্বাস্থ্যভবন ঘেরাওয়ে নেমেছি। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

আশাকর্মীদের অভিযোগ, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে তাঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাকরণ; সব কাজের মূল ভিত্তি তাঁরা। তবুও পারিশ্রমিক অনিয়মিত ও অপ্রতুল। বকেয়া জমে থাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভক্তদের নিরাপদ তীর্থযাত্রা, গঙ্গাসাগর মেলায় ১,৫০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগর মেলায় ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। বুধবার কলকাতার বালিগঞ্জে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, এবছর প্রায় ১,৫০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক মেলায় নিয়োজিত থাকবেন। এরা বিশেষভাবে বয়স্ক মানুষ, সিনিয়র সিটিজেন এবং হুইলচেয়ারধারী পুণ্যার্থীদের সহায়তা করবে।

তিনি আরও বলেন, সাগরে নামার সময় প্রতিটি মানুষকে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হবে। কেউ স্রোতে ভেসে গেলে আমাদের বিশেষ উদ্ধার টিম দ্রুত নিরাপদে ফিরিয়ে আনবে। এছাড়াও তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকবে এবং অসুস্থদের দ্রুত

হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

এছাড়া, মোট ৭ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সদাজাগ্রত থাকবেন। প্রতিদিন প্রায় ৩,৫০০ মানুষকে খাবার, ৫,০০০-এরও বেশি রাত্রিবাসের ছাউনি এবং ২০০টিরও বেশি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রস্তুত থাকবে। তীর্থযাত্রীদের সঠিক পথে গাইড করা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখাও স্বেচ্ছাসেবকদের মূল দায়িত্ব। বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন, যথাযথ শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ভক্তদের গঙ্গাসাগর যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করা আমাদের লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই মেলায় অংশ নেবেন। এ বছর ৮ জানুয়ারি থেকে মেলা চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত, রাজ্য সরকারও এই আয়োজনের সঙ্গে সমন্বয় রেখেছে।

সম্পাদকীয়

বিজেপিকে নজর রাখতে হবে চার জেলার প্রায় পঞ্চাশ আসনে

বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে সব পক্ষেই। মসনদে ফিরতে মরিয়া শাসক তৃণমূল। উল্টোদিকে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে প্রধান বিরোধী বিজেপি। এছাড়াও রয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএম, একদা রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। জমি হারিয়ে আজ যাঁরা নিতান্তই প্রান্তিক শক্তিতে।পরিণত হয়েছে। তারা এই নির্বাচনে খাতা খোলার লড়াইয়ে নামবে। এছাড়াও রয়েছে এইউসিআই, আইএসএফ, হুমায়ুন কবীরের নতুন দলের মতো কয়েকটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। সবমিলিয়ে যাদের প্রভাব গোটা রাজ্যের খান দশেক আসনেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলেই ভোট বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ফলে এই অবস্থায় মূল লড়াইয়ে থাকছে কেবল তৃণমূল ও বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে, তৃণমূল ক্ষমতায় ফেরার বড় কারণ ছিল সংখ্যালঘু ভোট। এই ভোটের সিংহভাগই গিয়েছিল তাঁদের ঝুলিতে। কিন্তু তারপরও বিজেপি প্রায় একার ক্ষমতায় ৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছিল। কারণ, ওই একটাই, সংখ্যালঘু ভোটের দিকে খুব একটা তাকায়নি বিজেপি। ফলে তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিচুটা হলেও ছিল। কিন্তু সংখলালঘু ভোটের ওপর নির্ভরশীল যাঁরা তাদের ভরাডুবি হয়েছিল। উদাহরণ, কংগ্রেস ও বামেরা। এবার এই অঙ্ক মাথায় রেখেই এগোতে হবে বিজেপিকে। তথ্য বলছে, রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চারটি জেলার প্রায় খান পঞ্চাশেক আসনে বিজেপির শক্তি খুবই কম। এতদিন এগুলো নিয়ে চিন্তা না করলেও এবার করতে হচ্ছে। কারণ, ম্যাজিক ফিগার ১৪৮-এ পৌঁছাতে গেলে তাঁদের আরও বেশি আসনে নজর দিতে হবে। কিন্তু নজর দিলেই কি হবে? উত্তর হল না। এই আসনগুলিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না সরাসরি কোনও দলের লড়াই না হচ্ছে ততক্ষণই তৃণমূলের লাভ। উল্টোদিকে কোনও অঙ্কেই বাম, বিজেপি বা কংগ্রেসের পক্ষে এক ছাতার তলায় আসা সম্ভব নয়। তাই ওই বসনগুলিই হল তৃণমূলের এক্স ফ্যাক্টর। এখন এই এক্স ফ্যাক্টরকে ভাঙতে হবে বিজেপিকে। কোন অঙ্কে সেটা সম্ভব সেটা তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভবও নয়।

শব্দছক ৩৭

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অভিলাষ ৩. আকাশ ৫. ক্ষৌরকার ৬. হাতি ৮. বাগান ১০. শূকর ১২. সাবধানে বিচার করে বাছাই ১৪. রৌদ্র ১৬. যিনি কবিতা লেখেন ১৭. অকেজো ১৯. জল ২১. দেখাশোনা বা সুপারিস ২২. ঝাড়খন্ডে পশ্চিম সিংভূম জেলায় অরণ্য ২৩. ফেরিয়ালার ইংরাজি প্রতিশব্দ
ওপর-নিচ: ১. সিমলার পথে টয়ট্রেন চলা শুরু যেখানে ২. বিভিন্ন ৩. চলতি বছরের পূর্ব-বছর ৪. পাহাড় ৭. জবরদস্ত ৯. নবাবসুলভ ১১. পাঞ্জাবের পাঁচ নদীর একটি ১২. উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি ১৩. বৃষ্টির জল পান করা পাখি ১৪. রাত্রি ১৫. রোয়াক ১৭. প্রিয়জনের থেকে বিচ্ছেদ ১৮. সৈন্য সামন্ত ২০. পচন বা রসবহুল

সমাধান ৩৬ — পাশাপাশি: ১. পন্থা ২. অবিদ্যা ৬. স্থবিরা ৬. লোল ৭. লোপ ৯. কমলাকর ১১. কলকল ১৩. কলমচি ১৬. চরণধূলা ১৮. শাক ১৯. লিঙ্গ ২০. পার্ষ্ণি ২১. বিধাতা ২২. ভাই
ওপর-নিচ : ১. পরলোক ২. অবিকল ৩. বিরাম ৪. ঝালর ৬. লোক ৮. পল ১০. লাঙ্গল ১২. কর্ষণ ১৩. কলাপাতা ১৪. মশা ১৫. চিকনাই ১৬. চলিত ১৭. রঙ্গ

আজকের দিন

- ১৭৯০ — জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণ দেন।
- ১৯৭২ — পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।
- ১৯৭৩ — মামলার বিচার শুরু।
- ২০১১ — মার্কিন প্রতিনিধি গ্যাবি গিফোর্ডস হত্যার চেষ্টায় গুলিবিদ্ধ হন।

জন্মদিন

১৯০৯ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট সাঁতারু নাফিসা আলির জন্মদিন।*

আশাপূর্ণা দেবী

শিক্ষা, মুক্তি নাকি চাকরির কারখানা?

সুস্মিতা মল্লিক

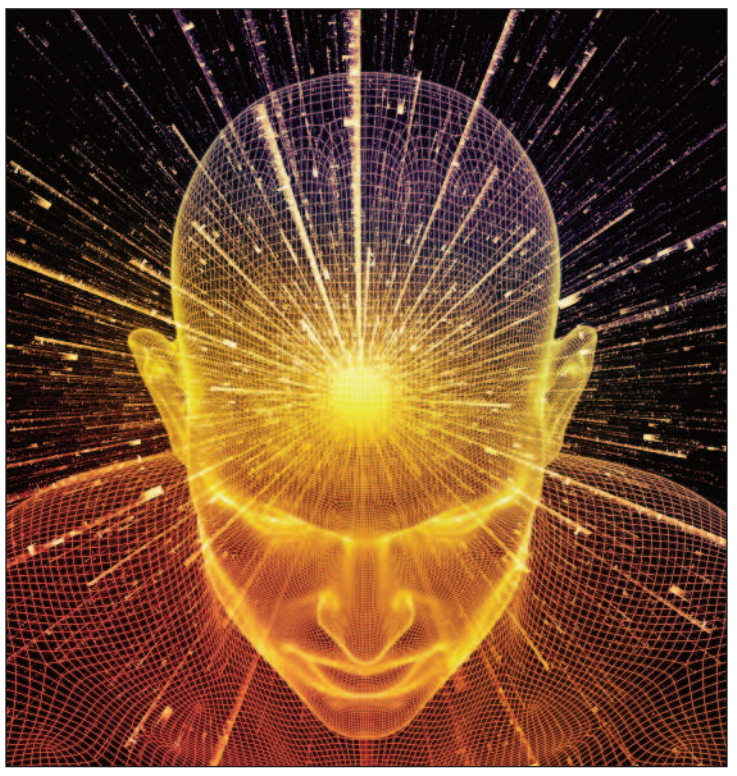

শিক্ষা এক সময় ছিল মুক্তির আরেক নাম। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে যুক্তির আলোয় নিয়ে আসাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। সমাজকে প্রশ্ন করতে শেখানো, চিন্তার স্বাধীনতা গড়ে তোলা এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ করে তোলার মধ্যেই শিক্ষার সার্থকতা খোঁজা হত। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠছে;এই শিক্ষা কি এখনও মুক্তির পথ দেখায়, নাকি তা ক্রমশ পরিণত হয়েছে চাকরি উৎপাদনের এক যান্ত্রিক কারখানায়?

বর্তমান সমাজে শিক্ষার মূল্যায়ন প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হচ্ছে কর্মসংস্থানের নিরিখে। কোন বিষয় পড়লে দ্রুত চাকরি মিলবে, কোন ডিগ্রির বাজারমূল্য বেশি, কোন প্রতিষ্ঠানের প্লেসমেন্ট রেকর্ড ভালো; এই প্রশ্নগুলিই আজ শিক্ষাজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞানচর্চা, মনন বা মূল্যবোধ নির্মাণ সেখানে ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। শিক্ষার লক্ষ্য যেন আর জীবন গড়া নয়, বরং জীবিকা নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ।

এই মানসিকতার প্রভাব পড়ছে শিক্ষার একেবারে গোড়ায়। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিযোগিতার বোঝা। নম্বর, র‍্যাঙ্ক, পরীক্ষা, কোচিং;এই শব্দগুলিই আজ পড়াশোনার সমার্থক হয়ে উঠেছে। শেখার স্বাভাবিক আনন্দ, কৌতূহল বা প্রশ্ন করার সাহস পরীক্ষামুখী প্রস্তুতির ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা যেখানে হওয়ার কথা ছিল আনন্দের অনুসন্ধান, সেখানে তা বহু ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের উৎসে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৌঁছনোর পর এই চাপ আরও তীব্র হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার দিকে ঝোঁক বাড়ে, কারণ সেখানেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস বেশি। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন বা সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলি তখন 'অপ্রয়োজনীয়' বা 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়। অথচ এই বিষয়গুলিই মানুষকে সমাজ বুঝতে শেখায়, নৈতিক প্রশ্ন তুলতে সাহায্য করে এবং মানবিক সংবেদনশীলতা গড়ে তোলে। এই মানববিদ্যার অবমূল্যায়নের ফল সমাজকেই বহন করতে হয় দীর্ঘমেয়াদে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা স্পষ্ট।বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমশ দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। শিল্প ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম বদলানো এক অর্থে সময়ের দাবি হলেও, অন্য অর্থে শিক্ষার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করছে। জ্ঞানচর্চা যখন পুরোপুরি বাজারনির্ভর হয়ে পড়ে, তখন শিক্ষা তার স্বকীয়তা ও গভীরতা হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে।

সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য হল;এই চাকরিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরেও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। ডিগ্রি ও সার্টিফিকেটের পাহাড় গড়েও লক্ষ লক্ষ তরুণ আজ বেকারের তালিকায়। এতে একদিকে হতাশা বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষার উপর আস্থাও দুর্বল হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে;শিক্ষা কি আদৌ সেই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে, যার জন্য তাকে এতটা যান্ত্রিক করে তোলা হল?

আসলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পরস্পরের বিরোধী নয়। শিক্ষা অবশ্যই জীবিকার পথ খুলে দেবে;এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে যদি জীবনবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ যুক্ত না থাকে, তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজের প্রয়োজন শুধু দক্ষ কর্মীর নয়; প্রয়োজন সচেতন নাগরিকের, যাঁরা প্রশ্ন করতে জানেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন এবং সহমর্মিতার মূল্য বোঝেন। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে তাই নতুন করে ভাবার প্রয়োজন; আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই। কেবল চাকরির দৌড়ে টিকে থাকার শিক্ষা, না কি এমন শিক্ষা, যা মানুষকে মুক্ত চিন্তার সাহস দেয় এবং সমাজকে আরও মানবিক করে তোলে।

এই সংকটের জন্য শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকেই দায়ী করলে চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজ ও অভিভাবকদের মানসিকতাও এখানে সমানভাবে দায়ী। আমরা নিজেরাই শিক্ষাকে বিচার করি সন্তানের চাকরি, পদ ও বেতনের নিরিখে। সে কেমন মানুষ হয়ে উঠছে, কতটা মানবিক বা দায়িত্বশীল নাগরিক হচ্ছে;এই প্রশ্নগুলো ক্রমেই গুরুত্ব হারাচ্ছে। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠছে জীবনের লক্ষ্য নয়, সামাজিক মর্যাদা অর্জনের একটি হাতিয়ার। তবু এই অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি। আজও এমন শিক্ষক আছেন, যাঁরা পাঠ্যসূচির বাইরে গিয়ে ছাত্রদের ভাবতে শেখান। এমন ছাত্রছাত্রীও আছেন, যাঁরা চাকরির পাশাপাশি সমাজ, পরিবেশ ও মানুষের দায়িত্ব নিয়ে সচেতন। নতুন শিক্ষানীতিতে সামগ্রিক মানুষ গড়ার কথা বলা হচ্ছে;যদিও তার বাস্তব প্রয়োগ এখনও সীমিত ও অসম। আসলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পরস্পরের বিরোধী নয়। শিক্ষা অবশ্যই জীবিকার পথ খুলে দেবে;এ নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে যদি জীবনবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ যুক্ত না থাকে, তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজের প্রয়োজন শুধু দক্ষ কর্মীর নয়; প্রয়োজন সচেতন নাগরিকের, যাঁরা প্রশ্ন করতে জানেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন এবং সহমর্মিতার মূল্য বোঝেন।

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে তাই নতুন করে ভাবার প্রয়োজন; আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই। কেবল চাকরির দৌড়ে টিকে থাকার শিক্ষা, না কি এমন শিক্ষা, যা মানুষকে মুক্ত চিন্তার সাহস দেয় এবং সমাজকে আরও মানবিক করে তোলে। শিক্ষা যদি সত্যিই মুক্তির পথ হয়, তবে সেই মুক্তি যেন কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের সামগ্রিক উন্নতির পথও প্রশস্ত করে;এই প্রত্যাশাই আজকের সময়ের সবচেয়ে জরুরি দাবি।

আশাপূর্ণা দেবী, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা

এস ডি সুব্রত

ব্যক্তিজীবনে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নিতান্তই এক আটপৌরে মা ও গৃহবধূ। যিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন। বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষায় তার জ্ঞান ছিল না। বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষালাভেও। যে নারীদের, আমাদের তথাকথিত সমাজ যুগ-যুগান্ত থেকে উপেক্ষিত করে আসছে তাদের মনের অন্দরের কথাই লেখিকা মহাশয়া নিজ রচিত নানান কাহিনীতে তুলে ধরেন। একাধারে তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং শিশুসাহিত্যিক। বিভিন্ন ধরণের ঘটনার সমাবেশকে অঙ্গীকার করে, তিনি যে ভাবে নিজ প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ করেন তার তুলনা কোনো ভাবেই চলেনা। তিনি নিজ লেখনীর জোড়ে স্বতন্ত্রতার বিশেষ সতন্ত্রতার দাবিদার। একজন গৃহবধূ হয়েই তাঁর সাহিত্যের যাত্রার আরম্ভন হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা অথবা পাশ্চাত্যের বিষয় সম্মন্ধে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞা কিন্তু তবুও তাঁর চিন্তন শক্তি ছিল প্রখর। এই চিন্তন শক্তিকে কাজে লাগিয়েই তিনি, নিজের নানান ধরণের গৃহকর্মের মাঝে সময় বের করে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

লেখিকার অন্তরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অতুলনীয়। প্রথম প্রতিশ্রুতি , সুবর্ণলতা , বকুল কথা এই তিনটি উপন্যাস হলো তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাস যার জনপ্রিয়তা আজও অটুট রয়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যে এই রচনা তিনটিকে বিশ শতকের প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গন্য করা হয়। উত্তর কলকাতার মাতুললয়ে আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয় ১৯০৯ সালের ৮ ই জানুয়ারি। মৃত্যু বরণ করেন ১৩ জুলাই ১৯৯৫ সনে।তাঁর পিতা ছিলেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মাতা ছিলেন সরলাসুন্দরী দেবী। তাদের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। এবং ১৯২৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা কালিদাস গুপ্তের সাথে। সে যুগে তাঁর পিতা বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় ছবি আঁকতেন, তিনি ছিলেন প্রফেশানাল কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলাটা কেটেছে উত্তর কলকাতাতেই। তাঁর ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর ছিল পাঁচ পুত্র। আশাপূর্ণা দেবী নিজ ঠাকুমার একান্নবর্তী পরিবারেই বড়ো হয়ে উঠতে থাকেন। তবে আনুমানিক পাঁচ বছর বয়সে লেখিকার বাস-ভিটের পরিবর্তন হয়। তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ আপার সার্কুলার রোডে নিজস্ব বাস ভবন যখন বানান তখনই তাঁর বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তবে এতো কম বয়সেও শৈশবের নানান স্মৃতি তাঁর স্মৃতিপটে অক্ষুন্ন ভাবে রয়ে। যার প্রতিফলন আমরা তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর নিজস্বী একটি বয়ান থেকে জানা যায় শৈশবকালে তিনি বেশ ডাকাবুকো ছিলেন। দাদাদের সাথে ক্যারাম খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা এ সবই তিনি শৈশবকালে করেন। এক সময় লেখিকার ভাগ্যের পট পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠির মাধ্যমে। দুঃসাহসীকতার বসে লেখিকার, রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখা এক চিঠির প্রতিউত্তর পাওয়ার পরেই মূলত তাঁর লেখক সত্তার বিশেষ জাগরণ হয়। আশাপূর্ণা দেবী ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সমস্ত রকম রক্ষণশীলতার উর্দ্ধে। এছাড়া নিজ মাতার আনুকূল্য সাহিত্য পাঠেও ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তবে ছেলেবেলায় খুবই দুঃখজনক ভাবে তাঁর প্রথাগত ভাবে শিক্ষা লাভ করা হয়ে ওঠেনি। তৎকালীন সমজের ন্যায় তাঁর ঠাকুমাও স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ বিরোধি ছিলেন, তিনি মনে করতেন বাড়ির কন্যারা স্কুলে পড়তে গেলেই তাদের চারিত্রিক পতন অবসম্ভাবি। সে যুগে যেহেতু যেকোনো কন্যা সন্তানের জীবনের মোক্ষম লক্ষ্য ছিল বিবাহ, সেহেতু তাদের চরিত্রে কোনো রকম কোনো অনাকাঙ্খিত কালিমা থাকা বাঞ্ছণীয় ছিলনা। ফলত নারী শিক্ষার চল সেই সময় বলা বাহুল্য নগন্যই ছিল। অন্যদিকে লেখিকার মাতাভক্ত পিতাও, মাতার সম্মানের কথা মাথায় রেখে নিজ কন্যাকে প্রথাগত শিক্ষা প্রদানে ছিল অপারগ। তাঁর পড়াশোনা যা শেখার সব তাঁর দাদাদের কাছে বিভিন্ন পড়া শুনে আর পত্র-পত্রিকা পড়ে।বাইশ-তেইশ বছরের ছেলের মৃত্যুও তাঁকে সইতে হয়েছিলো! শোক তাঁকে বহু দিন বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু তখন ও তাঁর কলম চলেছে। লিখে গেছেন তখনো । লেখালেখির এক জিদ তাঁকে আজীবন তাড়িত করেছে। খুবই অল্প বয়সে নিজ আত্মসংকল্পের জোড়ে নিজের দাদার কাছে পড়া শুনেই তিনি নিজ জ্ঞানের বিস্তার করা শুরু করেন। অন্যদিকে বর্ণপরিচয়ও ছিল তাঁর শিক্ষা গ্রহণের আর এক সঙ্গী। তাঁর মাতা সরলাদেবী ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা এই কারণে নিজ সাহিত্য পাঠের গুন তিনি নিজের সন্তানদেরও প্রদান করেন। এছাড়াও সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরি, জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য সেই সুবাদেই আশাপূর্ণা দেবীর গৃহে গ্রন্থ সম্ভারের অভাব ছিলোনা এবং তাঁর গৃহে সাধনা, প্রবাসী, সবুজপত্র, বঙ্গদর্শন, সন্দেশ ইত্যাদি পত্রিকা সকলের আনাগোনাও ছিল অবাধ। এই কারণেই প্রথাগত শিক্ষার আবেশ তাঁর জীবনে না ঘটলেও,এ সমস্ত পুস্তিকা গুলি পঠন করে তাঁর মাঝে সাহিত্যিক সত্তার বিকাশ ঘটে সার্থকভাবে । আশাপূর্ণা দেবী নিজের সারাটা সাহিত্য জীবন জুড়ে, নানান ধরণের সাহিত্য প্রকরণের আশ্রয় নিয়ে নানান প্রকারের রচনার করে যান। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এ সবই তাঁর রচনা সম্ভারের অঙ্গবিশেষ, তবে এ সকল ধরণের প্রকরণের মাঝে আশাপূর্ণা দেবীর রচিত উপন্যাসগুলি বিশেষ স্বতন্ত্রতার অধিকারী। ১৯৪৪ সালে লেখিকা তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। কমলা পাবলিসিং এর সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়ের তাগিদে তিনি দ প্রেম ও প্রয়োজন ত নামক উপন্যাসটি লেখেন। অল্প পরিসর ও সুতীক্ষ্ণ প্রেক্ষাপট যুক্ত ছোট গল্প লেখার জন্য লেখিকা প্রথম থেকেই বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন । তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসেরই মূলে ছিল তৎকালীন সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সেই সমাজেরই মানুষের জীবনযাত্রা। এছাড়া নারীদের কথাও তাঁর উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়নি।

এ সব কিছু মিলিয়েই তাঁর রচিত উপন্যাস গুলির মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি খুবই ভালো ভাবে জানতে পারি যে তৎকালীন যুগের সাপেক্ষে,কালের সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরের রূপ পরবর্তীত হলেও এর ভিতরের রূপ সেই অদ্দিকালের মতনই রক্ষনশীল রয়ে যায়, এর পরিবর্তন কোনো ভাবেই হয় না। লেখিকা এই রক্ষণশীল মনোভাবের উপর আঘাত হানতেই, নিজ রচিত উপন্যাস গুলিতে এমন কিছু চরিত্রের নির্মাণ করেন যাদের মধ্যে ছিল অতীপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদীভাবের বাহুল্যতা। বাংলা সাহিত্য জগতে আশাপূর্ণা দেবীর প্রায় ২৪২ টির মতন উপন্যাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এবং এই উপন্যাসগুলি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকার লেখনীর কিছু বিশেষ বিচিত্রতা তথা স্বকীয়তা পরিস্ফুট হতে লক্ষ্য করা যায়। তিনি একাই লিখেছেন ২৫০'র বেশী উপন্যাস, ১৫০০ র বেশী ছোট গল্প মতান্তরে ৪ হাজারের বেশী গল্প লিখেছিলেন । শিশু সাহিত্যের উপরেও ৬০টির বেশী বই। তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী যে আশাপূর্ণা দেবী জীবনে স্কুলে পড়তে যাননি, লেখালেখির জন্য সেই আশাপূর্ণা দেবীকেই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করেছিলো। পেয়েছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞানপীঠ । আত্মকথায় লিখেছিলেন, 'ইস্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে এই তথ্য আর কেউ না জানুক আমার ঠাকুমা ভালোভাবেই জানতেন, এবং তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ঐ জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিলোনা।' অন্য জায়গায় তিনি লিখেছিলেষ, 'ছোটবেলা থেকেই আমার অনুভূতির ব্যাকুলতা আমাকে ভাবিয়েছে, যন্ত্রণা দিয়েছে, আমাকে লিখিয়ে ছেড়েছেখ. আমি লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়েখ. চিরদিনই মনের ভিতরে একটা আপোষহীন বিদ্রোহ ছিল, তাকে যদি নারী মুক্তির পিপাসা বলতে হয়, তাহলে তাই। যদি কিছু বিদ্রোহিণী চরিত্র সৃষ্টি করে থাকি, সেটা করেছি প্রতিবাদ করার মাধ্যম হিসাবেইখ।' তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাকে দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন।

চর্চাবাসর ৪৪

১৭২৯ সালে তৈরি হয় কলকাতার প্রথম দাতব্য বিদ্যালয় 'চ্যারিটি স্কুল' (সঙ্গে ছবি)। ১৭৯০-এ ওল্ড মিশন চার্চের কাছে তৈরি হয় ফ্রি স্কুল। এ দুটি মিশে যায়। ১৮১০ সালে ফ্রি স্কুল হয় জানবাজার ও পার্ক স্ট্রিটের মধ্যবর্তী স্থানে। তাই সেই রাস্তার নাম ফ্রি স্কুল স্ট্রিট।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

'এফআইআর না নিলে থানার অবস্থাও লাল হবে', হুঁশিয়ারি সুকান্ত মজুমদারের

'কর্মী সভায় লোক হয়নি' পালটা কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আর কয়েক মাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শাসক-বিরোধী যুযুধান দুই পক্ষই রণাঙ্গনে। এদিন বাঁকুড়ার তালডাংরায় 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'তে এসে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুকান্ত মজুমদার। যাত্রা শেষে তালডাংরা বাজারে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। সেখানে খোলা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক হাত নেন তিনি। পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলা স্তরীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগেও সরব হতে দেখা গেল সুকান্তকে। সভার শেষ পর্যায়ে মাইক হাতে এক বিজেপি কর্মীকে

তৃণমূলের দ্বারা মারধর প্রসঙ্গে তালডাংরা থানার আইসি-কে এফআইআর নেওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'বাঁকুড়ার জেলা সভাপতি থানায় যাবেন এফআইআর করতে। যদি এফআইআর না নেন, যেভাবে আমাদের দলীয় কর্মীর হাত মেরে লাল করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক একইভাবে থানার অবস্থাও করে দেব।'

প্রসঙ্গত সুকান্ত মজুমদারের সভার ঠিক আগে ফাল্গুনী পাল নামে এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে এলাকারই কিছু তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। সেই জল এসে গড়ায় সুকান্ত মজুমদারের জনসভায় খোলা মঞ্চে। তিনি বলেন, 'এর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা না নিলে পুলিশকে দেখে নেওয়া হবে।' যদিও এই প্রসঙ্গে খোলাখুলি মুখ খুলতে নারাজ তৃণমূল শিবির। তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তারাশঙ্কর রায় জানান, 'মারধরের ঘটনা কি হয়েছিল তা জানা নেই, তবে একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে সুকান্ত বাবুর মুখে এ কথা মানায় না। থানার দরজা যেকোনও অভিযোগ গ্রহণের জন্য সব সময় খোলা রয়েছে। জনসভায় লোক না হওয়ায় মেজাজ হারিয়ে তিনি একথা বলেছেন।' তবে বিষয় যাই হোক না কেন বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তালডাংরায় আগমন এবং দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা অনেকটাই বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

এসআইআর-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু বিএলও-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এসআইআর-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হল এক মহিলা বিএলও'র। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন মৃতের পরিবার। বুধবার সাত সকালেই নিজের বাড়িতেই অসুস্থ অবস্থায় মারা যান ওই মহিলা বিএলও-র। এই ঘটনার পর ইংরেজবাজার শহরের ফুলবাড়ি এলাকায় মৃত মহিলা বিএলওকে দেখতে যান ইংরেজবাজার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গায়ত্রী ঘোষ। কারণ, ওই ওয়ার্ডেই মূলত মহিলা বিএলও হিসাবেই কাজ করছিলেন ওই গৃহবধূ। তাঁর অকাল মৃত্যুতে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে গোটা পরিবারে। নির্বাচন কমিশনের কাজের অতিরিক্ত চাপকে দায়ি করেছেন মৃতের স্বামী অর্ধেন্দু চৌধুরী। তিনি বলেন, 'রাতদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত

ছিলেন তার স্ত্রী। নিয়ম করে খাওয়া দাওয়া করতে পারতেন না।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সম্পৃতা চৌধুরী (৪৮)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলবাড়ি পাকুরতলা এলাকায়। তিনি পেশায় আইসিডিএস কর্মী ছিলেন। মহিলা বিএলও হিসাবে তিনি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬৩ নম্বর বুথের কাজ করছিলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রচণ্ড কাজের চাপ ছিল। তার মধ্যে তীব্র শীত। গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ওই মহিলা বিএলও। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এসআইআর-এর কাজের চাপ প্রচণ্ড ছিল। এতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে যান ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর গায়েত্রী ঘোষ। তিনি নির্বাচন কমিশনের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত চাপের ফলেই বিএলওরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। যার পরিণতি মৃত্যু ঘটনা ঘটল। এরকম আরও কতজন মারা গেলে নির্বাচন কমিশন দেখবে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' পাল্টা বিজেপি দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক। তবে সব দোষ নির্বাচন কমিশনকে চাপিয়ে দিলে হবে না। তৃণমূলের যারা জনপ্রতিনিধি বা নেতৃত্ব আছে তাঁরাও বিএলও'দের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। ফলে এইসব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।' যদিও এ প্রসঙ্গে মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল কোনও মন্তব্য করেন নি।

জামালপুরে সমবায় নির্বাচনে জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: আগেও জামালপুরের সমবায় নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জয় লাভ করেছিল। বিধানসভা ভোটের আগে আবার বড়সর সাফল্য পেল তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জারোগ্রাম অঞ্চলে আঁটপারা সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার সকাল ১০ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত সময় ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার। দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৩৪টি আসনে অন্য কোনও বিরোধী দল মনোনয়ন পত্র জমা করতে পারেনি। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, যুব সভাপতি উত্তম হাজারি, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলি মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক-সহ সকল শাখা সংগঠনের সভাপতি ওই অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, প্রধান নূরজাহান বিবি সাহানা সহ সকল অঞ্চল সভাপতি, প্রধান উপ প্রধান সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা। তাঁর নেতৃত্বেই প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করেন। পরে সেখানে উপস্থিত হন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। দুপুর দুটোর পর যেহেতু অন্য কোনও দল মনোনয়ন জমা দেয়নি। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৪ জন সদস্যকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। এতে ওখানে থাকা স্থানীয় কর্মী সমর্থকরা আনন্দে ফেটে পড়ে। সদ্য বিজয়ী প্রার্থীদের ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বরণ করে নেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান।

প্রসঙ্গত, এর আগেও সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল। অঞ্চল সভাপতি যিনি নিজে এই সমবায় নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তিনি বলেন, 'এই জয় মা মাটি মানুষের জয়। নতুন যে বোর্ড গঠন হবে, তা চাষিদের স্বার্থে কাজ করবে।

হাবড়ায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় একমঞ্চে দিলীপ ও শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: দিলীপ-শমীক এক মঞ্চে। ২৬-এ গণতান্ত্রিকভাবে বাংলা দখলের জন্য দলীয় কর্মীদের বার্তা। 'পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি হতে চলেছে। দায়িত্ব নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।' একযোগে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বুধবার সন্ধ্যায় হাবড়ার কুমড়া বাজার এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'র আয়োজন করা হয়। অনেকদিন বাদে দিলীপ ঘোষকে যথেষ্ট সতেজ দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, শাহের বঙ্গ সফরের পর রাজ্য বিজেপিতে দিলীপ ঘোষের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে। সেই মতোই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তা পেয়ে দিলীপ ঘোষকে দেখা গেল এদিনের মঞ্চে। তবে মিনিট দশেকের বেশি বক্তব্য মঞ্চে দিলেন না তিনি। সংকল্প সবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এদিনের সভা থেকে আলোকপাত করেন দিলীপ ঘোষ। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিশানায় ছিল রাজ্য সরকার ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বক্তব্য শুরুতেই আক্রমণাত্মকভাবে বলতে শোনা যায়,

তৃণমূল নেতা তথা হবড়া প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার বদলে টাকা নেওয়া নিয়ে। তিনি আরো বলেন, 'এখন সবকিছু ছেড়ে দেবদেবীর স্মরণাপন্ন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রায় নেমেছে। আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে জানা গিয়েছে তিনি একজন কবি, গীতিকার, সুরকার, ঝড়ের গতিমুখ পরিবর্তন করতে পারেন। এখন বলছেন কালো কোর্ট পড়ে সুপ্রিম কোর্টের চলে যাবেন অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে মৃত ভোটারদের বাঁচাতে।' তিনি আরও কটাক্ষ করেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলাকে গুজরাট হতে দেবেন না। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ সবথেকে বেশি যাচ্ছে গুজরাট কাজের জন্য, তামিলনাড়ু যাচ্ছে কাজে। অন্যদিকে সবথেকে বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে তামিলনাড়ু। যে সমস্ত নথি পাওয়া যাচ্ছে কার্ড তৈরি হয়েছে বারাসাত, মধ্যমগ্রামে। এখন হচ্ছে সোনারপুরে।' শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী সভা করতে গেলে ১০৪ বার হাইকোর্ট যেতে হয়েছে। দিলীপ ঘোষ গাড়ি ভাঙচুর কতবার হয়েছে দিলীপ দা নিজেও জানেন না। সুকান্ত মজুমদার, দেবশ্রী কিছু করতে গেলে জেলে ভরা হয় পুলিশ দিয়ে। অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলের জন্য অন্য আইন। এদিকে তৃণমূল এখন বিভিন্ন থানার আইসি এসআইআর-এ বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। পাশাপাশি পুলিশের সাইবার সেল সিএএ বন্ধ করতে নেমে পড়েছে। হুমায়ুন কবীর তৃণমূলের বি টিম, মসজিদ ওর বাবার নামে করছে কিনা জানিনা। পরে দেখা যাবে।' এভাবেই তৃণমূলকে একের পর এক আক্রমণ করলেন তিনি।

দুর্গাপুরে ইডির ম্যারাথন তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে টানা ২১ ঘণ্টার বেশি কেন্দ্রীয় গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স দপ্তরের অভিযান। দুর্গাপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেনাচিতি নতুনপল্লি এলাকায় পরিবহণ ব্যবসায়ী বাপি বাদ্যকরের একটি ভাড়াবাড়িতে টানা একুশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তর। মঙ্গলবার বিকেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় অভিযান শুরু হয়, যা বুধবার দুপুর গড়িয়ে চলতে থাকে। অভিযান চলাকালীন এলাকাজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয় এবং ভাড়াবাড়িটি কার্যত ঘিরে ফেলা হয়। নথিপত্র পরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ তল্লাশি চলে বলে জানা গেছে। দীর্ঘ অভিযানের জেরে এলাকায় কৌতূহল ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। তবে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি মেলেনি।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

শ্রী সুমঙ্গলয়া বালাজি স্টিলস লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পব সম্পর্কিত**

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মেঘালয় রাজ্যে"** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIএফ/১৬, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

আবেদনকারীর পক্ষে
শ্রী সুমঙ্গলয়া বালাজি স্টিলস লিমিটেড
জয়েশ কেয়াল
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০১.২০২৬ ডিন - ০৮১৭৬৯২৪
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা :
৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার বেহালা
জীবনতারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩, ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **১৭.০৯.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী শেখ আসলম, পিতা লাল মহম্মদ, হোল্ডিং নং ৪৬৫ এবং ৪৬৬, মহাত্মা গান্ধি রোড, ফ্ল্যাট নং ৭৭, ৪র্থ তল, ছারিয়াল বাজার ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট, বজবজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,৪৫,৪৮২ টাকা (চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশ বিরাশি টাকা) ১৭.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৪,৪৫,৪৮২ টাকা (চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশ বিরাশি টাকা) ১৭.০৯.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।**

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ২৮২৯ থেকে ২৮৬১, **দলিল নং ০২৬৯৬ -২০১০ সালের,** অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

মালিক : শ্রী শেখ আসলাম।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৭৭, পরিমাপ ১০৫৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (ঢাকা এরিয়া ৮৫৬ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৯৭ বর্গফুট) চারতলায়, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং বারান্দা এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ জমির চাতাল ভবনের অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ দখল, লাভ এবং সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংযুক্ত ভবনের সঙ্গে হোল্ডিং নং ৪৬৫ এবং ৪৬৬, মহাত্মা গান্ধি রোড, বজ বজ পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বজ বজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,মানচিত্রে বা প্ল্যানে প্রদর্শিত লাল কালিতে চিহ্নিত দলিলে সংযুক্ত।

চৌহদ্দি : উত্তরে : পুরসভা নিকাশি। দক্ষিণে : শেখ সালিম এবং ভ্রাতাগণের জমি এবং ভবন। পূর্বে : এম জি রোড। পশ্চিমে : গণেশ দাস এর জমি এবং ভবন।

তারিখ - ০৫.০১.২০২৬
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

অজয় নদের ওপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণে 'বাধা', প্রতিবাদে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মকর সংক্রান্তির দিনে কাঁকসা থেকে বীরভূমের জয়দেব মেলায় যাওয়ার জন্য অজয় নদের উপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণ শুরু হলেও সেই কাজে বাধা পরে। আর তা নিয়েই দুই জেলা প্রশাসনের মত বিরোধ। মঙ্গলবার রাতে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ আটকে দেয় বীরভূম জেলা প্রশাসন। বন্ধ হয়ে যায় সেতু নির্মাণের কাজ। বুধবার কাঁকসার শিবপুর গ্রামের মানুষ মুচিপাড়া শিবপুর রোডের উপর টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষোভের জেরে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বীরভূম জেলার সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা রাস্তার কাজ আটকে দেয়। তার পর থেকেই কাঁকসার বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। গ্রামবাসীরা বুধবার সকাল থেকে মুচিপাড়া শিবপুর রোডের জয়দেব সেতুর সামনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নবগ্রাম গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় মেইন রাস্তার ওপর পথ অবরোধ করে এবং বাঁশ বেঁধে ও টায়ার জেলে পথ অবরোধ করে। যতক্ষণ না অজয় নদের ওপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে। ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। প্রসঙ্গত, কয়েক দশক ধরে কাঁকসা ও বীরভূমের জয়দেব-এর মাঝে অজয় নদের সেতুর উপর একটি অস্থায়ী সেতু ছিল। সেই সেতু দিয়েই দুই জেলার মানুষের পারাপার করার একমাত্র পথ ছিল। মকর সংক্রান্তির দিনে সেই সেতু দিয়েই কাঁকসা হয়ে বহু পূণ্যার্থী অজয় নদে স্নান সেরে

বীরভূমের প্রাচীন জয়দেবের কেন্দুলি মেলায় যেতেন মেলা দেখতে। অন্যদিকে বর্ষার সময় সেই সেতু জলে ভেসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হতো দুই জেলার মানুষকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই জেলার মানুষের সমস্যার কথা জানতে পেরে স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ করে দেন ।গত ৬ মাস আগে সেই ব্রিজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখমন্ত্রী। সেই ব্রিজ দিয়ে যান চলাচলও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি, নতুন ব্রিজ দিয়ে মেলায় যেতে গেলে প্রায় ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার ঘুরে তাদের যেতে হবে। তাই অস্থায়ী সেতু দিয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য নির্মাণের দাবি জানান কাঁকসার মানুষ। অন্যদিকে বীরভূম জেলা প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ার পরও স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেই সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয় বীরভূম জেলার প্রশাসন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে দুই জেলা প্রশাসনের আলোচনার পর অবশেষে বীরভূম জেলা প্রশাসন সরকারি ভাবে অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। কাঁকসা ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুমতি পাওয়া গেলেই দ্রুত ফের অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

ক্যানিং শাখা
"মা আনন্দময়ী ভবন", ক্যানিং রোড
দিঘির পার, পো. ক্যানিং, জেলা - ২৪ পরগনা (দ.)
পিন - ৭৪৩৩২৯ ইমেল : cannin@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ক্যানিং শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৩.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **হাজারা বিবি মোল্লা, স্বামী ফরিদ মোল্লা (জামিনদাতা) খাসকুমরোখালি, পো. এবং থানা - ক্যানিং, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,০৫,৪২১.৩৩ টাকা (দশ লাখ পাঁচ হাজার চারশ একুশ টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা ২২.০২.২০২৫ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৫ জানুয়ারি ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ক্যানিং শাখার নিকট বকেয়া ১০,০৫,৪২১.৩৩ টাকা (দশ লাখ পাঁচ হাজার চারশ একুশ টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা ২২.০২.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি দলিল নং ১-৫৯৮৯-২০১০ সালের জমি পরিমাপ কমবেশি **৪৪ ডেসিমেল** অবস্থিত মৌজা খাসকুমড়াখালি, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, হাল খতিয়ান নং ৬২৮, আরএস খতিয়ান নং ২৩৫০, সাবেক দাগ নং ২৭০৪, আরএস এবং এলআর দাগ ন ২২০৪, ৪৪ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ থানা ক্যানিং, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ অধিক্ষেত্রে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জল নিকাশি পথ। **দক্ষিণে :** অম্বর আলি মোল্লা। **পূর্বে :** ওসমান আলি মোল্লা এবং ইদ্রিশ মোল্লা। **পশ্চিমে :** আবদুল মোল্লা।

তারিখ : ০৫.০১.২০২৬
স্থান : ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

রিজিওনাল অফিস :
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.** এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১৩.১০.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **কৃষ্ণা ট্রেডিং কোং (ঋণগ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী বিকাশ গুপ্তা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) শ্রী বিকাশ গুপ্তা (স্বত্বাধিকারী কৃষ্ণা ট্রেডিং কোং এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মেঘা গুপ্তা (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৫১,৩২,৫৯৪.৪৮ টাকা (একান্ন লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশ চুরানব্বই টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা)** উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত তারিখ থেকে, নথিভুক্ত হারে পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৬ জানুয়ারি ২০২৬** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. উল্লিখিত **৫১,৩২,৫৯৪.৪৮ টাকা (একান্ন লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশ চুরানব্বই টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা)** প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত তারিখ থেকে, নথিভুক্ত হারে পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দুই দোকান ঘর পরিমাপ আনুমানিক ৪৭৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবনের নির্মিত প্লট জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৬ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৯৫, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪০, হাওড়া পৌর নিগম অধীন।

*** সম্পত্তির আরও নির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত দান দলিল তারিখ ২৪.১২.২০০৮ (দলিল নং ০৭১৩৪-২০০৮ সালের) এবং দান দলিল তারিখ ১১.০৫.২০১৩ (দলিল নং ০৪৬৪২-২০১৩ সালের), সম্পত্তি শ্রী বিকাশ গুপ্তা এবং শ্রীমতি মেঘা গুপ্তা এর নামে।

সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিন বসবাসের ঘর পরিমাপ আনুমানিক ৫৩৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবনের নির্মিত প্লট জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৬ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৯৫, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪০, হাওড়া পৌর নিগম অধীন।

*** সম্পত্তির আরও নির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত দান দলিল তারিখ ২৪.১২.২০০৮ (দলিল নং ০৭১৩৩-২০০৮ সালের) এবং দান দলিল তারিখ ১৪.০৯.২০১৬ (দলিল নং ০৫০১০৮৬৬৯-২০১৬ সালের), সম্পত্তি শ্রী বিকাশ গুপ্তা এবং শ্রীমতি মেঘা গুপ্তা এর নামে।

তারিখ- ০৬.০১.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

চুঁচুড়ায় নোংরা জমা জল পেরিয়ে নিত্য যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: হুগলি জেলার চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া এলাকায় সারা বছরই জমে থাকা নোংরা জল পেরিয়ে নিত্য যাতায়াত বাসিন্দাদের। দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে প্রায় ৪ মাস আগে। নতুন বছরও শুরু হয়েছে। কিন্তু জমা জলের যন্ত্রণায় এখনও ভুগছেন বাসিন্দারা। শীতে আরও ভোগান্তি বেড়েছে তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে' তাঁরা আবেদন করেছিলেন। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। শেষে প্রতিকার চেয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদারের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। কোদালিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাশিস চক্রবর্তী জানান, 'সমস্যার কথা তিনি শুনেছি। জল নামানোর চেষ্টা করা হলেও আবার রাস্তায় জল উঠে যাচ্ছে। আগে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার করা হতো। কিন্তু, তা এখন বন্ধ।' অন্যদিকে, তিনি আরও জানান, 'পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাস্তা ঠিক করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে রাস্তা উঁচু করা হবে।' এ বিষয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদার জানান, ' আমি বিধায়ক হওয়ারপরে রবীন্দ্রনগরের সব রাস্তার সংস্কার করেছি। এই রাস্তার বেহাল দশার কথা আমার জানা ছিল না। জায়গা পরিদর্শন করে দেখে এসে দ্রুত ঠিক করার ব্যবস্থা করব।'

বারাসাতে অভিষেকের প্রস্তুতি সভায় বিরোধীদের যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আগামী ১৯ জানুয়ারি বারাসাত কাছারি ময়দানে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উপলক্ষে বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার প্রকাশ্য প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল বারাসাত মিলনীর মাঠে। এদিন বেশকিছু বিরোধী দলের সক্রিয় সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। তাঁদের হাতে জোড়া ফুলের পতাকা তুলে দেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসাতের সাংসদ তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাতের পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, বারাসাত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাসগুপ্ত, বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চয়ন দাস-সহ অন্যান্যরা।

সম্প্রতি এই মাঠে সভা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই মাঠেই এদিন পালটা সভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এদিন সভায় বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন খাদ্যমন্ত্রী বলেন, '২০২৬-এ বিজেপি পগারপার হয়ে যাবে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা শেখান, গোটা ভারতবর্ষ সেটা অনুসরণ করে।' রথীন ঘোষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জনহিতকর প্রকল্পগুলির উল্লেখ করে বলেন, 'যতই নাড়ো কলকাঠি নবান্নে আবার হাওয়াই চটি। যতই এসআইআর করে মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা কর, রাজ্যে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' বারাসাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা সার্থক করার ডাক দেন তিনি। ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সভায় আসা তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'আপনারা আছেন বলেই জোড়াফুল চকচক করে। বাংলার মানুষের জন্য যে উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে চলেছেন, তাতে তাঁর চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে। বিজেপি লড়াই জাতের লড়াই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই ভাতের লড়াই। বিজেপি লড়াই ধর্মের ভাগাভাগি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই সম্প্রতির, শান্তির। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য কাজ করে চলেছেন। নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। এখানে এটাও রহিঙ্গাও বার করতে পারেনি।'

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL1800 0136	1. মেসার্স বাসন্তী মেডিক্যাল হল (মালিক সুমন রায়-এর মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা 2. সুমন রায়, সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে 3. অমিত রায়, সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে 4. কল্পনা রায়, সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে	অনুসূচি - I উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, থানা – দমদম অধীনে সাতগাছি মৌজাতে সি.এস এবং আর.এস. খতিয়ান নং 630, জে.এল. নং 20, পুনঃ সার্ভে নং 154, তৌজি নং 3083, সি.এস এবং আর.এস. খতিয়ান নং 630 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 4475, 4476 এবং 4477 (অংশ)–এর অনুরূপ সি.এস. দাগ নং 1528–এর অংশ গঠন করা দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 23 অধীনে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 360 বা 591 এবং পরিসর নং 76/সি, নগেন্দ্র নাথ রোড হিসাবে বিদিত ও নাম্বার যুক্ত প্রায় 3 কাঠা, 12 ছটাক ও 24 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা উহার ওপর গঠন তথা নির্মাণ করা ইমারতের সমগ্র থার্ড ফ্লোর (উত্তর–পশ্চিম দিক) হওয়া প্রায় 1023 বর্গফুট (সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 4। পূর্ব – অশোক চন্দ্র সেনের জমি ও ইমারত পশ্চিম – সি.ডি. শেঠের আবাসনিক বাড়ী উত্তর – 20 ফুট নগেন্দ্র নাথ রোড দক্ষিণ – লীলারাণী দে'র আবাসনিক বাড়ী	09.10.2025	07/10/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 23,70,347.49/– (তেইশ লাখ সত্তর হাজার তিনশো সাতচল্লিশ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র)	06.01.2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 08.01.2026
স্থান: কলকাতা

আসানসোলে ড্রাগ ব্যবসার রমরমায় মন্ত্রীর যোগ থাকার অভিযোগ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলে বুধবার আসেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রথমে তিনি আসানসোলের বিজেপি জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে প্রথমেই তিনি বলেন, 'আসানসোল উত্তরে বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের বিধানসভা কেন্দ্রে ড্রাগের ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এই লোভ্যাংশ পাচ্ছেন মন্ত্রী স্বয়ং।' তিনি আরও বলেন, 'হাতির যেমন দুটি দাঁত। একটা দেখবার, একটা খাবার, সেই পন্থা অবলম্বন করেছেন মলয় ঘটক। তাঁর ভাই অভিজিৎ ঘটক বর্তমানে আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র। তাঁর মাধ্যমে ড্রাগ কারবারিদের কাছে টাকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা জবরদখল করে মিনি পাকিস্তান বানাতে চাইছেন।' সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত জিটি রোড সংলগ্ন একটি এলাকায় পার্কিং প্লাজার হওয়ার কথা ছিল যা আজ কমার্শিয়াল প্লাজাতে পরিণত করা হচ্ছে।' এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন সেরে চলে যান বারাবনির পানুরিয়াতে। সেখানে তিনি পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা ও পরিবর্তন সংকল্প সভা করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। এদিনের সভায় সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ কেন্দ্রে গেছেন, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত আমার দুর্নীতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন চিহ্ন তুলতে পারেননি। অথচ ভাইপোর উপর ইডি, সিবিআই-এর নজর আছে।' তিনি আরও বলেন, 'বারাবনি এই বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমানে শাসকদলের নেতারা যেভাবে অনৈতিকভাবে অর্থ লুঠ করছে তার বিচার জনগণ করবে।'

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষা!

অসুস্থ মৃগী রোগীকে ডাক শুনানি কেন্দ্রে, মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করল রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অমানবিকতার অভিযোগ! নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম ও গুরুতর অসুস্থ এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয় এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় বর্ধমান শহরে। অমানবিকতার এই দৃশ্যের সাক্ষী রইল শহর বর্ধমানের এসআইআর কেন্দ্র।

জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই ব্যক্তির নাম অশোক শর্মা (আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর)। তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত। বাড়ি বর্ধমান শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বের মোড় এলাকায়। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এদিকে তাঁকে সরাসরি এসআইআর কেন্দ্রে হাজির হতে বলা হয়। এসআইআর কেন্দ্রে পৌঁছনোর পরই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন অশোক শর্মা। কেন্দ্রের মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকেন তিনি। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়ায় গোটা কেন্দ্রে। অভিযোগ উঠছে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও রকম চিকিৎসা সহায়তা বা মানবিক তৎপরতা দেখা যায়নি। সংবাদমাধ্যম ঘটনাস্থলে

পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি বদলায়। তড়িঘড়ি অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ততক্ষণে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কার গাফিলতিতে একজন গুরুতর অসুস্থ মৃগী রোগীকে এসআইআর কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো হলো? ঘটনা প্রসঙ্গে সহকারী জেলাশাসক অমিয় দাস জানান, 'এইরকম হওয়ার কথা নয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী অসুস্থদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়েই কাজ করার কথা। যদি কোথাও তার অগ্রাহ্য হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' একই সঙ্গে তিনি যোগাযোগের ঘাটতির কথাও স্বীকার করে নেন। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল? কার দায়িত্বে এই চরম অব্যবস্থা? প্রশাসনিক গাফিলতিতে কী বিপন্ন হল এক অসহায় নাগরিকের প্রাণ? বর্ধমানের এসআইআর কেন্দ্রকে ঘিরে এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে এখন তীব্র ক্ষোভ মানুষের।

তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠানে ছাত্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালগড়: ঝাড়গ্রামের লালগড়ে তৃণমূলের শহীদ দিবস অনুষ্ঠানে ছাত্র বিক্ষোভ। লালগড়ের নেতাইয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল নেতারা। শাসক দল আয়োজিত শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন নেতাই হাই স্কুলের পড়ুয়ারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে পৌঁছে শিক্ষকের দাবিতে সোচ্চার হয়। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তারা শিক্ষকের দাবিতে এলাকার মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তরের দারস্থ হয়েছে। কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও বিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। যার ফলে পঠন পাঠন প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। চরম বিপাকে পড়ছে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। নেতাই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাই বুধবার র‍্যালি করে গিয়ে তৃণমূল আয়োজিত নেতাদের শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি নেয়।

এদিন শহীদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ও মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি নিয়ে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'তাদের দাবি যথাযথ। আমরা সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাব।'

নদীবাঁধ তৈরিতেও দুর্নীতির ছায়া!

মজবুত নদীবাঁধ নির্মাণের দাবিতে অবরোধ খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বালি দিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে নদীবাঁধ নির্মাণের অভিযোগ। খানাকুলের ছত্রশাল পূর্ব রাধানগরে মজবুত নদীবাঁধের দাবিতে পথঅবরোধ বাসিন্দাদের। হুগলির খানাকুল ব্লকের ছত্রশাল পূর্ব রাধানগর এলাকায় নদীবাঁধ মেরামতির কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা পথঅবরোধে সামিল হন। বুধবার সকালে কয়েক ঘণ্টা

ধরে চলা এই অবরোধে এলাকায় যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খানাকুল থানার পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষার আগে নদীবাঁধ মজবুত করার নামে ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছে। বিশেষ করে সিমেন্ট, পাথর, মাটির পরিবর্তে অতিরিক্ত বালি দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। যা দীর্ঘস্থায়ী নয়। এর ফলে সামান্য জলের চাপে বাঁধ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, অতীতে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল, ঘরবাড়ি ও চাষের জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা এবার আগাম প্রতিবাদে নেমেছেন। অবরোধকারীদের আরও অভিযোগ, কাজ শুরুর আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। কাজের গুণমান নিয়েও নজরদারি নেই। তারা অবিলম্বে কাজ বন্ধ করে উচ্চমানের সামগ্রী দিয়ে পুনরায় বাঁধ নির্মাণের দাবি জানান। পাশাপাশি, গোটা বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও ওঠে। মুন্ডেশ্বরী নদী শাখা নদী হরিণাখালি। এই নদীতে বন্যার হানা পড়ে। ব্যাপক ভাবে নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বিষয়ে ওই এলাকার সিপিএম নেতা বিপ্লব মৈত্র বলেন, 'এখানে নদীবাঁধের সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল নদীবাঁধ। দুই বছর ধরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ একেবারে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। পাথরের পরিবর্তে বালি দিয়ে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। এর প্রতিবাদে এবং মজবুত নদীবাঁধ তৈরির দাবিতে পথঅবরোধ করা হয়।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রশাসনিক কর্তারা বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তাঁদের দাবি, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বাঁধের কাজ পুনরায় মান বজায় রেখে করা হবে। আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি বলেন, 'বিষয়টা এইমাত্র জানলাম। ওটা তো সেচ দপ্তরের বিষয়। নদীবাঁধ অবশ্যই মজবুত করে বাঁধা দরকার। আমরা সেচ দপ্তরকে জানাব।' সবমিলিয়ে এলাকাবাসীর মতে, নদীবাঁধের নিরাপত্তা তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রশাসনের কাছে তাঁদের একটাই দাবি, দুর্নীতি নয়, টেকসই ও মজবুত বাঁধ চাই।

চুঁচুড়ায় প্রহৃত পশুচিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সাইড না পেয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে এক পশুচিকিৎসককে মেরে নাক ফাটিয়ে দিলেন এক ছাত্র। যানজটের মধ্যেও বাইক নিয়ে আগে যাবেন। বুধবার চুঁচুড়া বালির মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। বিপ্লব দাস নামে ওই পশুচিকিৎসককে বেধড়ক মারধর করা হয়। এ দিকে এই ঘটনায় মারমুখী হয়ে ওঠেন স্থানীয়রাও। ওই ছাত্রকে মারতে উদ্যত হন। যদিও ওই চিকিৎসকই আটকান। পরে চুঁচুড়া থানার পুলিশ এসে ওই ছাত্রকে আটক করে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবক হুগলি মহসিন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি বাঁশবেড়িয়া থেকে কলেজে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে ওই ডাক্তার যাচ্ছিলেন তাঁর চেম্বারে। ডন বসকো স্কুলের সামনে প্রবল যানজটে আটকে পড়ে ডাক্তারের গাড়ি। পিছনেই ছিলেন ওই ছাত্র।

চিকিৎসক বিপ্লব দাসের কথায়, 'আমি চুঁচুড়ার দিকে আসছিলাম। ওখানে সব সময়ই ভিড় থাকে। আমাকে মেরে আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে। নাক ফেটে গিয়েছে। স্থানীয় লোকজন না এলে আমি তো মরেই যেতাম।'

২৬-এ তৃণমূল এলে বাড়িতে 'নরেন পুজো' করতে হবে পাণ্ডবেশ্বরে: জিতেন্দ্র তেওয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার রামনগর তিন নম্বর মোড় থেকে কেন্দ্রা হাটতলা পর্যন্ত বিজেপি নেতা তথা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির উপস্থিতিতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিছিল কেন্দ্রাহাট তলায় পৌঁছানোর পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন বিজেপি নেতা। এবং সেখান থেকেই জিতেন্দ্র তেওয়ারি কটাক্ষ করে বলেন,'২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আবার পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল জিতলে বাড়িতে নারায়ণ নয়, নরেন পুজো করতে হবে।' বিজেপি নেতার এহেন মন্তব্যের পাল্টা সুর উঠে আসে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির গলায়। কেন্দ্রা হাটতলায় মিছিল পৌঁছানোর পর বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় এবং জানান, 'কেন্দ্রা অঞ্চলের রামনগরে কয়েকদিন আগে আমাদের পথসভা কর্মসূচির পর বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই আমরা আজ প্রতিবাদ মিছিল করলাম।' তিনি আরও জানান, '২০২৬ শে ফের পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে মানুষ আর নারায়ণ পুজো করতে পারবে না। মানুষকে নরেন পুজো করতে হবে।' তবে বিজেপি নেতার কটাক্ষ করা মন্তব্যের পাল্টা সুর শোনা যায় তৃণমূলের কেন্দ্রা অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবরের গলায়। যমুনা বাবু জানান, 'বিজেপি কর্মীদের ওপর মারধরের যে অভিযোগ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি তুলছেন সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।' অঞ্চল সভাপতির কথায়, 'তৃণমূল ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকে। অথচ সারা বছর বিজেপি নেতাদের দেখা যায় না এলাকায়। তারা শুধুমাত্র ভোটের সময় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করতে থাকেন এবং শান্ত এলাকাকে বিজেপির নেতারা অশান্ত করেন। যে যার মতন করে যতই প্রচার করুক আগামী ২৬ শের নির্বাচনে ফের চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং আমরা কেন্দ্রা অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ লিড দিয়ে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেব।'

মেরা যুবা ভারতের কর্মশালায় স্বাধীনতার একশো বছর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিকশিত ভারত যুবার, 'মেরা যুবা ভারত বাঁকুড়া মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের সহযোগিতায় বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে এক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় মোট ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

এই কর্মসূচিতে ইউথ আইকন সোহম দে। যিনি বাঁকুড়ারই বাসিন্দা। তিনি একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে পরিচালনা করেন। যার বিষয় ছিল, 'বিকশিত ভারত যুবা কানেক্ট' অর্থাৎ স্বাধীনতার ১০০তম বছরে অর্থাৎ ২০৪৭ সালে ভারতকে অন্যতম প্রগতিশীল দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করতে গেলে, যুবদের ঠিক কী কী ভূমিকা থাকবে, কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে, সেই পথে উপনীত হতে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যা সাধারণ মানুষের কাজে আসতে পারে, সেই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি পঞ্চপ্রাণের কথা উল্লেখ করেছেন, ১১টি সংকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া এনএসএস বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার শ্যামল কুমার পালিত, মেরা যুবা ভারতের জেলা আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য, বসুমিত্রা সিংহ বাঁকুড়া ক্রিস্টান কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা, এছাড়াও কলকাতা থেকে উপস্থিত ছিলেন এনএসএস ইউথ অফিসার এবং অন্যান্যরা। কর্মসূচি শেষে একটি খোলামেলা প্রশ্নোত্তরের পর্ব রাখা হয়।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.১১.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী সানাউল মুস্তাফা** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৩,০৪,২৩২.১০ টাকা (তেরো লাখ চার হাজার দুশো বত্রিশ টাকা এবং দশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আপকার গার্ডেন শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৩,০৪,২৩২.১০ টাকা (তেরো লাখ চার হাজার দুশো বত্রিশ টাকা এবং দশ পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের প্লট জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা ইসমাইল আজাদ নগর, এভার গ্রিন রোড বাই লেন, ষষ্ঠী নগর, এভার গ্রিন ম্যারেজ হল এর পিছনে, আসানসোল এমসি, প্লট নং ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১০৬৮, ১০৯১, জেএল নং ২২, পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ৩ ছটাক , থানা হীরাপুর, আসানসোল পুরসভা কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : মহ কলিম এবং রুকসানা বেগম এর জমি। পূর্বে : অন্যান্যর জমি। পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

তারিখ- ০৭.০১.২০২৬
স্থান - আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০১.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি.,** **ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো -দুইল্যা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া - ৭১১৩০২। **ডিরেক্টর তথা জামিনদাতাগণ :** **১) গৌতম খারা,** পিতা শ্রী নিত্যানন্দ খারা, **ঠিকানা :** জে সি চক্রবর্তী রোড, পাতকুয়াতলা, গ্রাম এবং পো : দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২। **২) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, ঠিকানা : চরকডাঙ্গা, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২। **৩) শ্রী গৌতম ঘোষ,** পাতকুয়াতলা, গ্রাম এবং পো : দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। **আরও ঠিকানা :** গ্ল্যামার বিল্ডিং , ৪র্থতল, আন্দুল রোড, পো দুইল্যা, থানা সাঁকরাইল, হাওড়া -৭১১৩০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি, পরিমাপ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে ভবনের নাম "**গ্ল্যামার বিল্ডিং**" অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৭৫,আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১, এলআর খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল নং ৩৫, মৌজা : দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া। (হস্তান্তর দলিল নং ৩৭২০-২০০৯ সালের তারিখ ১৫.০৯.২০০৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০, সম্পত্তি মেসার্স ৩ গাইজ, প্রতিনিধিত্বকারী **১) শ্রী গৌতম ঘোষ, ২) শ্রী গৌতম খারা এবং ৩) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য)।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৫০ ফুট চওড়া আন্দুল রোড; দক্ষিণে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৮০, ;পূর্বে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৭৯; পশ্চিমে : জমি এবং ভবন দাগ নং ৭৭৩। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ টাকা (দুই কোটি তিরাশি লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটানব্বই টাকা) ১১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৩৪,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯** **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৪.০১.২০২৬ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত**
২	**শ্রী অরুণ দাস,** পিতা প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দাস , বজ বজ ফায়ার সার্ভিস কোয়ার্টার নং ১, ব্লক এ, রুম - ৪, ১২/২ দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, কলকাতা-৭০০১৩৭ **এবং** গ্রাম এবং পো : উত্তর রায়পুর, ভোডাফোন টাওয়ার এর নিকট(শ্যামপুর পাইক পাড়া), পরিমল মন্ডলের দোকানের নিকট, থানা বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া ১৮০০ বর্গফুট (কার্যকরী এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি ১০৯৭ বর্গফুট), কমবেশি, এবং তদস্থিত একতলা ভবন, মৌজা : উত্তর রাইপুর, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫৫, আরএস নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৩৩৬/৪৭৩৩, এলআর দাগ নং ৩৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪৯, উত্তর রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা বজ বজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৭, **সম্পত্তি শ্রী অরুণ দাস এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১১১৬/২০২০।** জমির শ্রেণি - বাস্তু, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পাড্ডা ঘোষের জমি; দক্ষিণে : পরিমল মন্ডলের জমি;পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া পাকা রোড পরে পরিমল মন্ডলের জমি; পশ্চিমে : পরিমল মন্ডলের জমি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।**	**১৪,৯২,১৭৩.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ তিয়াত্তর টাকা) ১০.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ১৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯** **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৪.০১.২০২৬ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত**
৩	**শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়ক,** ১০/৭ শান্তি পল্লি রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৬০ এবং পানশিলা গভ. কলোনি, সুশীল ভবন, একতলা, ফ্ল্যাট নং এবি এবং এবি-১, সোদপুর, থানা : খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১১২	**দুই (২) ফ্ল্যাটের বিবরণ (কেবল বিক্রির জন্য)** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলস মেঝে লিফট ব্যতীত ফ্ল্যাট নং এবি পূর্ব উত্তর দিকে একতলায়, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি বহুতল ভবনে নাম "**সুশীল ভবন**", উক্ত জমিতে, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং , ১ কিচেন, ২ টয়লেট , ১ বারান্দা, ফিটিংস, ফিক্সচার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের চলার পথ, নিকাশি, জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক যাবতীয় সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রথম তপশিলে বর্ণিত জমির বিবরণ অনুযায়ী **(দলিল নং ১৯০১০২৭০৬-২০২৩ সালের)** উল্লেখ্য নিম্নে বর্ণিত একটি ফ্ল্যাট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সহ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং গ্যারাজ, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্ল্যাট। ২) লিফট ছাড়া সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক টাইলস মেঝে ফ্ল্যাট নং এবি- ১, পূর্ব উত্তর দিকের গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপর ৬৫০ বর্গফুট অতি-নির্মিত এলাকা পরিমাপ করে। কমবেশি বহুতল ভবনটি "সুশীল ভবন" নামে এবং স্টাইলে নির্মিত, যার উপরে ২টি শোবার ঘর , ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা রয়েছে। এই জমিতে ফিটিং, ফিক্সচার সহ জমির আনুপাতিক অ-বিভাজিত অংশ এবং সমস্ত অধিকার বা সাধারণ পথ, নিষ্কাশন, ভূগর্ভস্থ এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত সুবিধার অধিকার, এর সংলগ্ন অংশটি নীচে উল্লিখিত প্রথম তফসিল **(২০২৩ সালের জন্য দলিল নং ১৯০১০২৭০৬)** অনুসারে জমিতে অবস্থিত এবং অবস্থিত, যেখানে একটি ফ্ল্যাট অবিভক্ত এবং অপ্রচলিত আনুপাতিক অংশ জমি এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ ইউটিলিটি সুযোগ-সুবিধা সহ রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি** - উত্তরে আকাশে খোলা, দক্ষিণে গ্যারেজ, পূর্বে অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিমে খোলা জায়গা (উপরে বর্ণিত ১ এবং ২) **শ্রীমতি গীতাঞ্জলি নায়কের নামে ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬** অনুসারে রয়েছে। এবং ২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬ অনুসারে নীচে উল্লিখিত জমি এবং ভবনে অবস্থিত। **উপরে উল্লিখিত দুটি (২) ফ্ল্যাট (১ এবং ২) যেখানে অবস্থিত জমি এবং ভবনের বিবরণ :** মৌজা-পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. নং ১০৩, তৌজি নং ১৫৫-এ অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা জমি পরিমাপ করে বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং অংশ, যা সি.এস. দাগ নং-২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) এর সাথে সম্পর্কিত এবং সি.এস. দাগ নং-২০০(পি) এবং ২৮৩(পি) এর অন্তর্গত এবং অন্তর্ভুক্ত। এল.ও.পি. নং ২২, এল.আর. খতিয়ান ১১২৫, ১৩১৬ এর অধীনে আর.এস., এল.আর. দাগ নং ৫৫২, পানিহাটি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১৯, পৌর হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা সরকারি কলোনির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, সোদপুর, থানা খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১২ এডিএসআরও -এর নিবন্ধন অধিক্ষেত্রের অধীনে। "সুশীল ভবন" নামে নির্মিত বহুতল নতুন ভবনের সাথে, যা নিম্নরূপ বেষ্টিত : উত্তরে : এলওপি নং ৯ দ্বারা রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে ১৪ ফুট প্রশস্ত পানশীলা সরকারি কলোনি রোড, পূর্বে এলওপি নং ২১ দ্বারা উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে এলওপি নং ২৩ দ্বারা ঊষা রানী দত্তের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত ।**	**৪৩,৪৩,৫৯৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা) ১০.০৮.২০২৫** অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ২৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯** **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৪.০১.২০২৬ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।
নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৮.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (পব)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১ ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

নিম্নস্বাক্ষরকারী, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধিমালা, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি চাহিদা নোটিশ জারি করেছেন, যাতে নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী উৎপল পালিত,** পিতা শ্রী ধর্মদাস পালিত, বেরুগ্রাম উত্তরপাড়া, খণ্ডঘোষ, পো চণ্ডীপুর, বর্ধমান, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১৪২।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী উৎপল পালিত,** পিতা শ্রী ধর্মদাস পালিত, বেরুগ্রাম উত্তরপাড়া, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৪২ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৪.৫ শতক কমবেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত আরএস এবং এলআর পলট নং ৬০১৫/৬৯৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৫৩, জেএল নং ২৬, মৌজা : বেরুগ্রাম, বেরুগ্রাম জি পি অধীন, থানা খণ্ডঘোষ, জেলা পূর্ব বর্ধমান, রেজিস্ট্রি দান দলিল উল্লেখ্য নং ১-২৪০১ -২০১৭ সালের, এডিএসআর খণ্ডঘোষ এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল পার্টিশন দলিল নং ১-২৫৫৪-২০১৮ সালের, ডিএসআর-১, বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৬০১৪। দক্ষিণে : প্লট নং ৬০১৬। পূর্বে : পূর্ণদাস পালিত এর জমি সম্পত্তি। পশ্চিমে : গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা।	১) ২৯.১০.২০২৫ ২) ০৬.০১.২০২৬ ৩) ২৪,০২,৫৬৩.০০ টাকা **(চব্বিশ লাখ দুই হাজার পাঁচশ তেষট্টি টাকা) টাকা ২৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০১.২০২৬
স্থান - পূর্ব বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২,
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ১২.০২.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, কলকাতা, এন এস রোড শাখার কাছে বন্ধক/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার কার্যকরী দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **৩০ জানুয়ারী ২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** অনুযায়ী **৬,৮৮,৭০,৩৩২.৮৮ টাকা** (ছয় কোটি অষ্টআশি লাখ সত্তর হাজার তিনশ বত্রিশ টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) ৩১.১২.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০১.০১.২০২৬ থেকে আরও সুদ সহ, আইন অনুসারে প্রদেয় দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক **(১) মেসার্স মা বয়রা এন্টারপ্রাইজেস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)** ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, গেট নং ২, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ১, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং আরও ঠিকানা** - ২১, হেমন্ত বসু সরণি, সেন্টার পয়েন্ট, ৩য় তল, রুম নং ২০৮, কলকাতা - ৭০০০০১ **২) শ্রী দীনেশ সিংঘল (জামিনদাতা)** সুখী সংসার অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক - ই, ৬ষ্ঠ তল, ১৩৪, সালকিয়া স্কুল রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১০০৬ **৩) শ্রীমতী ডলি সিংঘল (জামিনদাতা)** সুখী সংসার অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক - ই, ৬ষ্ঠ তল, ১৩৪, সালকিয়া স্কুল রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১০০৬ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক অপিশ স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ৯১৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং মেজানাইন ফ্লোর পরিমাপ ১০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ৬ষ্ঠতলে, টার্নার মিশন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, থানা : হেয়ার স্ট্রিট , কেএমসি ওয়ার্ড নং ৪৫, কলকাতা - ৭০০০০১, সম্পত্তি শ্রী দীনেশ সিংঘল এর নামে।

(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ২,০০,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ২০,০০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**সকল কাজের দিন - ০৮.০১.২০২৬ থেকে ১১.০২.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ১১.০২.২০২৬** **সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে **১২.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে,** বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	**শ্রী সমীর ঘোষ, (ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২)**

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।
বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ০৭.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফের কথা প্রধানমন্ত্রীর, সন্ত্রাস-সহ নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্ত্রাসবাদ-সহ নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নিজেই বুধবার এক্স মাধ্যমে জানান, 'আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলতে পেরে আনন্দিত এবং তাঁকে ও ইজরায়েলের জনগণকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমরা আগামী বছরে ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেছি এবং আরও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে আমাদের অভিন্ন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।'

এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর মোদীকে ফোন করেছিলেন নেতানিয়াহু। সে দিন দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনায় কেন্দ্রে ছিল গাজা পরিস্থিতি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর প্যালেস্টাইনি জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের হামলার জবাবে নেতানিয়াহু গাজায় সেনা অভিযানের নির্দেশ দেওয়ার পরে ফোনে কথা হয়েছিল দুই রাষ্ট্রনেতার। চলতি বছরের জুনে ইরানের বিভিন্ন সামরিক ও পরমাণুকেন্দ্রে ইজরায়েলি বিমানহানার 'ব্যাখ্যা' এবং পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে মোদীকে অবহিত করতে ফোন করেছিলেন নেতানিয়াহু। প্রসঙ্গত, ভারত দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানে 'দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে'র পক্ষে সওয়াল করেছে। কিন্তু ইজরায়েল কখনওই তা মানতে চায়নি। মোদীর জমানায় নয়াদিল্লি-তেল আভিভ সম্পর্ক নিবিড় হলেও এখনও ভারত সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে। সরাসরি গাজা প্রসঙ্গের উল্লেখ না-করে মোদী জানিয়েছেন, বুধবার নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর আলোচনায় আঞ্চলিক পরিস্থিতির মতো বিষয়ও এসেছে।

সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত, ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ ২৬ মাওবাদীর

রায়পুর, ৭ জানুয়ারি: অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল ২৬ জন মাওবাদী। বুধবার ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় ২৬ জন নকশাল একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে, যাদের মধ্যে ১৩ জনের সম্মিলিত মাথার দাম ছিল ৬৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ সুপার কিরণ চবনের মতে, পুনা মার্গেম পুনর্বাসন উদ্যোগের অধীনে ৭ জন মহিলাসহ ক্যাডাররা ঊর্ধ্বতন পুলিশ এবং সিআরপিএফ আধিকারিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

চবন আরও জানান, তারা পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ) ব্যাটালিয়ন, সাউথ বাস্তার ডিভিশন, মাড ডিভিশন এবং অন্ধ্র ওড়িশা সীমান্ত ডিভিশনে মাওবাদীদের সক্রিয় ছিলেন এবং ছত্তিশগড়ের আবুঝমাদ, সুকমা এবং ওড়িশার সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি হিংসার ঘটনায় জড়িত ছিল। মাওবাদীরা জানিয়েছে, তারা রাজ্য সরকারের আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসন নীতিতে মুগ্ধ। আত্মসমর্পণকারী সমস্ত মাওবাদীকে ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের নীতি অনুসারে তাদের আরও পুনর্বাসন করা হবে।

আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বার বার তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কয়েক দিন আগেই তেলঙ্গানায় আত্মসমর্পণ করেছেন মাওবাদী নেতা বারসে দেবা ওরফে বারসে সুক্কা ওরফে দর্শন। তিনি নিহত মাওবাদী নেতা মাডবী হিডমার ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন মাওবাদী নেত্রী লালী ওরফে মুচাকি আয়তে লখমু। ২০১৭ সালে ওড়িশার কোরাপুটে আইইডি বিস্ফোরণে তাঁর যোগ ছিল। ওই হামলায় ১৪ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছিলেন। লালীর মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া আরও চার আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর মাথার দাম ছিল আট লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রয়েছেন মেহলা লখমাও। ২০২০ সালে সুকমায় এক মাওবাদী হানায় ১৭ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হন। ওই হামলায় যোগ ছিল লখমার।

চাইবাসায় হাতির হামলা, একরাতে মৃত্যু ৫ জনের

চাইবাসা, ৭ জানুয়ারি: একরাতে হাতির হামলায় ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় একই পরিবারের ৪ জন-সহ পাঁচ জনের মৃত্যু। পশ্চিম সিংভূম (চাইবাসা) জেলার নোয়ামুন্ডি ব্লকের বাবারিয়া গ্রামে মঙ্গলবার রাতে হামলা হয়। জেটিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, বাবারিয়া গ্রামের সনাতন মেরাল, তাঁর স্ত্রী জোনকোন কুই ও তাঁদের তিন সন্তান ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। হাতি ঘরে ঢুকে সনাতন, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে পিষে মারে। কোনও ভাবে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যায় তাঁদের অন্য এক সন্তান। এর পরে হাতি হামলা চালায় সনাতনের প্রতিবেশী মোগডা লাগুরির ঘরে। তাঁকেও পিষে মারে হাতি।

আমেরিকাকে ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল দেবে ভেনেজুয়েলা, ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলার থেকে তেল আমদানি করতে চায় মার্কিন প্রশাসন। আগেই তা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তিনি জানিয়ে দিলেন, কত পরিমাণ তেল ভেনেজুয়েলা থেকে পাবে আমেরিকা। ট্রুথ সোশ্যালের এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রশাসন আমেরিকাকে ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল 'উচ্চমানের' তেল দেবে, যা বিক্রি হবে বাজারমূল্যে! তিনি এ-ও ঘোষণা করেন, তেল বিক্রি করে যা টাকা আসবে তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাঁর হাতে। কেন তিনি এমন চান, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি জানান, 'আমি জ্বালানিসচিব ক্রিস রাইটকে অবিলম্বে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বলেছি।'

ইমরানকে দেখার অনুমতি মেলেনি, জেলের বাইরে প্রার্থনা আলিমার

রাওয়ালপিন্ডি, ৭ জানুয়ারি: জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে জেলে গিয়ে দেখা করতে পারলেন না তাঁর বোন আলিমা খানুম। অগত্যা, জেলের বাইরেই ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করলেন তিনি। ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির জেলে বন্দি রয়েছেন, বুধবার ইমরানকে দেখতে জেলে যান আলিমা, কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। এরপর আলিমা ও পিটিআই সমর্থকরা জেলের বাইরে প্রার্থনা করেন। এক পিটিআই নেতা বলেন, 'আমরা গত দু' বছর ধরে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ পরিবারকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না। তাঁর বোন এবং তাঁর দলের লোকদেরও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি তার আইনজীবীদেরও তার সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাকে তার আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

ময়দান

১৩ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির প্রদর্শন

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি: ক্রীড়াক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে অসম। প্রথমবারের মতো রাজ্যে আসছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতীক ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি। ফিফা ট্রফির আগমন ফুটবলপ্রেমী ও তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আজ বুধবার দিশপুরের ভোগেশ্বরী ফুকনানি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন অসমের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা। মন্ত্রী জানান, ১৩ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে পৌঁছাবে ঐতিহ্যবাহী এই ট্রফি। বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী গার্লসা জানান, আগামী ১৩ জানুয়ারি সকাল ১০টায় ট্রফিটি গুয়াহাটিতে এসে পৌঁছবে। বিকেল ৩টে থেকে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। এতে ফুটবলপ্রেমীরা কাছ থেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ট্রফি দেখার বিরল সুযোগ পাবেন।

রাত ৮.৩০ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ট্রফি প্রদর্শনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। তিনি জানান, ১২ বছর পর আবার ভারতে ফিরে আসছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি। যার ফলে এই অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অনুষ্ঠানে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জানান তিনি। নন্দিতা জানান, উৎসবের আমেজ বাড়াতে বিকাল ৩.০০টা থেকে কোক স্টুডিও মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মঞ্চে জনপ্রিয় শিল্পী শঙ্কুরাজ এবং রিতো রিবা সহ আরও অনেকে তাঁদের কলা পরিবেশন করবেন, জানান মন্ত্রী।

অসমে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর রাজ্যে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে, নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং ভারতের ক্রীড়া মানচিত্রে অসমের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে আরও দৃঢ় করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

যাদবপুর এক্স ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, আয়োজিত পদযাত্রা ও ফুটবল প্রতিযোগিতা

শম্ভুনাথ ভৌমিক

যে বয়সে সবাই অবসর জীবন যাপন করে সেই বয়সে এসে তিনি বাংলা ফুটবলের সাপ্লাই লাইন তৈরির কারিগর। উৎপল গুহ তিনি ও তার হাতে তৈরি সংগঠন যাদবপুর এক্স ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেন। ১৯৯১ সালে ২২ সে ডিসেম্বর তৈরি হয় এই সংগঠন। প্রবাদপ্রতিম প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে তৈরি হয়েছে এই সংগঠন।সংগঠন তৈরির পর থেকেই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আসছেন তারা । এবছরও তার অন্যথা হয়নি।এক পদযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন।একটা সময় বাংলা ছিল ফুটবলার তৈরির আঁতুড়ঘর ।বাংলার সেই গৌরব কে ফিরিয়ে আনতে ও বর্তমান প্রজন্মকে মাঠমুখী করে তুলতে তাদের এই উদ্যোগ বলে জানালেন উৎপল

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER
E-Tenders are invited by the Prodhan, **Patharghata-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIET NO. 8e/15th CFC Tied of 2025-26, 9e/15th CFC Untied of 2025-26, 10e/5th SFC** Tied of 2025-26, visit **www.wbtenders.gov.in 09/Path- I 2025-26 of 15thFC Tied, 10/Path- I 2025-26 of 15thFC Tied,11/Path- I 2025-26 of 15th FC** Untied, Last date of submission **accordingly 24.01.2026 upto 10a.m. & 09.01.2025 up 2p.m.**
Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেট এর নিকট বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১০১, প ব
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এনআইটি নং : ৫৮৬২৮ তারিখ : ০৬.০১.২০২৬
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিসের অধীন **মোহনপুর শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (আসবাব, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিত জন্য ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** দেখুন।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৮.০১.২০২৬ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড, রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেট এর নিকট বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১০১, প ব
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এনআইটি নং : ৫৮৬২৫ তারিখ : ০৬.০১.২০২৬
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিসের অধীন **বড়জোড়া শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (আসবাব, বৈদ্যুতিক, ডেটা কেবলিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিত জন্য ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** দেখুন।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৮.০১.২০২৬ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড, রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

E-TENDER NOTICE
E-tender invited vide **NIT No. 07/ SGP/15 CFC/2025-26** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **21/01/2026 up to 3:00 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

OFFICE OF THE
RASULPUR GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Rasulpur, Nabagram, Murshidabad
NIeT. No. 05/RGP/APAS/2025-26, Memo No. 200/RGP/2025-26, dated-07/01/2026
Date of publishing: **09/01/2026 from 11.00 A.M** on h**tpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **09/01/2026 from 11.00 A.M.** Bid Downloading ends : **17/01/2026 up to 16.30 P.M.** Last date of Bid submission: **17/01/2026 up to 16.30 P.M.** Technical Bid opening date: **20/01/2026 at 11.00 A.M** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No:- 08/APAS/K-II GP/2025-26 With Vide Memo No. 264/K-II GP Dated: - 06-01-2026,** The Last date for online submission of tender is **14/01/2026 Upto 04.00 P.M.** For details please visit website: **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Kedarchandpur-II G.P.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 464 to 474/2025-2026 Dated- 06-01-2026 and 07-01-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil an Electricall works at Jalpaiguri, Burdwan, Bankura, Nadia, Murshidabad and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders. gov.in** Bid submission start date- **08-01-2026 after 9.00 am.** Bid submission end date- **22-01-2026 and 30-01-2026 upto 3.00 pm.**
Date: 07.01.2026 **Sd/- Executive Engineer/General Manager**

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Patikabari, Nowda Block
Murshidabad,
West Bengal-742121
The undersigned is hereby published the e-Tender vide No. **12/PGP/15th FC/2025-26 (Tender ID: 2026_ZPHD_ 984646_1 to 3)** for Construction of Cover Drain under this G.P. Bid submission start date (online) **07/01/2026 from 1-00 p.m.** Bid submission closing date (online) **16/01/2026 upto 2-55 p.m**
Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders. gov.in"**
Sd/- Prodhan
Patikabari Gram Panchayat
Nowda, Murshidabad

TENDER
E-Tender invited by prodhan Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Gopinathpur, Nadia. **NIET No 06/ 2025-26 & 07/2025-26,** Last date of submission **15.01.2026 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders. gov.in.** For details please contact to the office.
Sd./- Prodhan,
Gopinathpur Gram Panchayat.

E-TENDER
E- Tender are invited by The Prodhan, **Sahebnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, **Pin- 741156. NIET NO. 09/15th CFC Untied(06) 2025-2026 (06), 10/15th CFC Tied(08) 2025-2026 (08)** Last date of submission **27.01.2026 up to 6p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

NOTICE INVITING TENDER
N.I.T. No. 01 of 2025-2026 of the Assistant Engineer (A-I), Patuli (Agri-Irrigation) Sub-Division
On behalf of the Governor of West Bengal 02 (Two) no. sealed tender consisting of 02 (Two) groups for Gr-(A) & (B) "1) Lifting and Re-lowering of Submersible Motor-Pump set at various MI Schemes under Patuli (A-I) Sub-Division under Burdwan (A-I) Division in the District of Purba Bardhaman. 2) Surging & Development of Purbasthali DTW (BN-29) under Patuli (A-I) Sub-Division under Burdwan (A-I) Division in the District of Purba Bardhaman." Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Patuli (A-I) Sub Division, Patuli, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application 13.01.2026 and last date availability of tender paper 20.01.2026 up to 2.00 P.M.
Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Patuli (A-I) Sub-Division
Patuli, Purba Bardhaman

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.:10/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2025-26. (FOR-09 NosWORKS) Dated: 05/01/2026.** Last date of Bid submission **21.01.2026 upto 02:00 Hours. F**or details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:- NM/ABPS/NIT-091e/2025-2026 to NM/ABPS/NIT-096e/2025-2026.Tender ID 2026_MAD_5006355_1, 2026_MAD_5006362_1,2026_MAD_5006606_1, 2026_MAD_5006613_1, 2026_MAD_5006763_1, 2026_MAD_5006776_1. Type of Work:-** Construction of Cement Conc Road & Drain for APAS Project. **Bid Submition End Date:- 19-01-2026 at 05:00 PM. Bid Open Date:- 22-01-2026 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://tenders.wb.gov.in/** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
SD/- Chairman,
Nabadwip Municipality

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No.- 04/KGP/2025-26 of 15th FC. of 15th F.C Memo No.:- 03/1 (12)/KATA, Date:- 07-01-2026.** by the Prodhan, **KATABARI GRAM PANCHAYAT.** Date & time of publication of e-NIT **08/01/2026 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **20/01/2026 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari,Jalangi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-সুখদেব-হল্ট-২৫, তারিখ ০৫.০১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার , পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-সুখদেব- হল্ট-২৫** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় দাঁইহাট এবং কাটোয়া জংশন স্টেশনের মধ্যে সুখদেব হল্ট নির্মাণের কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৭৯,০৮,৭৮৮.০৬ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৫৮,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা ২৩ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৪.০১.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** HWH-514/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজে দেবার জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ লিজ-কেজিপি-২৬-০১ **তারিখ ঃ ০৭.০১.২০২৬**
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিতমতো **ট্রেনগুলিতে পার্সেল পরিবহনের কাজে ০৩ (তিন) বছর সময়সীমায় এসএলআর/এলভিপিএইচ লিজে দেওয়ার** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **ক্যাটিগরি ঃ** পার্সেল। **ক্যাটালগ নং ঃ** লিজ-কেজিপি-২৬-০১। **ই-অকশনের তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৬। **অকশন শুরুর সময় ঃ** সকাল ১০টা। **অকশন বন্ধের সময় ঃ** বিকাল ৩.৫০ মিনিট। আগ্রহী পার্টিরা এবং কন্ট্রাক্টররা এ-বিষয়টি লক্ষ্য করবেন এবং ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনও অনুসন্ধানের/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-1037) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

পূর্ব রেলওয়ে
বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭০৬৪৫০৭, তারিখ ০২.০১.২০২৬। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** পরিষেবা জন্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদেয় দরপ্রস্তাব - ২ বছর (৭৩০ দিন) -এর জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে নির্দিষ্টকৃত স্থানে রাখা ভ্যাটে কুড়োনো আবর্জনা ফেলে দেওয়া সহ হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে প্ল্যাটফর্ম নং. ১৭ থেকে ২৪ এবং সংলগ্ন এলাকা যান্ত্রিক ভাবে পরিষ্কার এবং পৌরসভা জমিতে অপসারণ। **সমতুল বিভাগ ঃ** সাফাই, পরিচ্ছন্নতা এবং নির্বীজকরণ পরিষেবা - ফলাফলের ভিত্তিতে। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ৮,২৪,৪২,২৭৫.১১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ৫,৬২,২২০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ৪১৩ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?** হ্যাঁ (টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকালীন ব্যাখ্যামূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে দাখিলকৃত নথিসমূহ লগ ইন করার পর অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দরপ্রস্তাবদাতারাও দেখতে পারেন)। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। HWH-518/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭০৬৩০৫২, তারিখ ০২.০১.২০২৬। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** পরিষেবা জন্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদেয় দরপ্রস্তাব - ২ বছর বা ৭৩০ দিনের মেয়াদের জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে আবর্জনা কুড়োনো সহ হাওড়া স্টেশন ওল্ড কমপ্লেক্সে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ থেকে ১৫ এবং সংলগ্ন এলাকা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করার কাজ এবং জঞ্জাল তুলে নির্দিষ্টকৃত ভ্যাট-এ ফেলার কাজ। **সমতুল বিভাগ ঃ** সাফাই, পরিচ্ছন্নতা এবং নির্বীজকরণ পরিষেবা - ফলাফলের ভিত্তিতে। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ৭,৩২,৪২,৫৬৩.১৭ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ৫,১৬,২২০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ৩৬৭ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?** হ্যাঁ (টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়াকালীন ব্যাখ্যামূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে দাখিলকৃত নথিসমূহ লগ ইন করার পর অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দরপ্রস্তাবদাতারাও দেখতে পারেন)। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। HWH-517/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র/এম/কো-অর্ডিনেশন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র নোয়াপাড়ায় পুরানো বিল্ডিংগুলিতে ও অন্যান্য ইনস্টলেশনগুলিতে ৫ এমডব্লুপি গ্রিড কানেক্টেড ফ্লেক্সিবল মডিউল সোলার পিভি প্রজেক্ট ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, কার্যনিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৩৩,৮৬,৯৮,৮৯৫ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১১.০২.২০২৬ তারিখ বেলা ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। **প্রি-বিড মিটিং-এর তারিখ:** ১৫.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা:** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল, নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এর অফিস। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: https://www.ireps.gov.in** ।
টেন্ডার নং: ইএলএম১৪৭আর_সোলার_৫এমডব্লু_ডি২-১-২৬
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ধার করা ব্যাট আর ধারালো মানসিকতায় নিজেকে শান দিচ্ছে বোলপুরের অর্ঘ্য

বিট্টু দত্ত

বীরভূমের বোলপুর। লালমাটির দেশ, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আর শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক আবহে মোড়া শহর। ক্রিকেট মানচিত্রে এই জনপদ কখনও 'হাইপড' নাম নয়। কিন্তু গল্প তৈরি হয় নিঃশব্দে, মাঠের ধুলোয়, ভোরের প্র্যাকটিসে, আর হার না মানা মানসিকতায়। সেই গল্পেরই এক অধ্যায়; অর্ঘ্য রক্ষিত। এখন সে সিএবির দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব বেঙ্গল স্পোর্টিংয়ের ক্রিকেটার। প্রথম নজরে এটা হয়তো 'ক্লাব ক্রিকেট' মাত্র, কিন্তু বাংলা ক্রিকেটের কাঠামোয় এই স্তরই প্রতিভার প্রথম পরীক্ষাগার, সিলেক্টরদের রাডারে ঢোকার সিঁড়ি আর পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার কঠিনতম লড়াই। অর্ঘ্য সেই লড়াইয়ের সৈনিক;বোলপুরের ছেলে, যে প্রতিদিন নিজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও এক ওভার বেশি বোলিং করে, আরও এক রান বেশি বাঁচায়, আরও একবার নিজেকে প্রমাণ করে।

অর্ঘ্যের ক্রিকেটের শুরু কোনও অ্যাকাডেমির 'শাইনিং নেট' বা ব্র্যান্ডেড কিট দিয়ে নয়। শুরু বোলপুরের পাড়ার মাঠে, যেখানে উইকেট ছিল ইট বসিয়ে বানানো, ব্যাট ছিল সিনিয়র দাদাদের থেকে ধার নেওয়া, আর বল হারিয়ে গেলে ম্যাচ থামত আধঘণ্টা। ক্রিকেট তখন 'খেলা' নয়, ছিল আবেগ। অর্ঘ্য সেই আবেগকে পুঁজি করেই বড় হতে থাকে। বাবা-মা দু'জনেই সাধারণ পরিবার থেকে। খেলাধুলোর প্রতি সমর্থন ছিল, কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য সীমিত। দামি ক্রিকেট কিট কেনা সম্ভব ছিল না। প্রথম ব্যাট সে পেয়েছিল স্থানীয় এক কোচের সৌজন্যে। কোচের কথায়, 'ওর চোখে আমি আগুন দেখেছিলাম, এমন ছেলে থামার নয়।' স্কুল ক্রিকেটে দ্রুত নজর কাড়ে অর্ঘ্য। শুধু ব্যাট হাতে নয়, বল হাতেও। অলরাউন্ডার হওয়ার বীজ তখনই বোনা।

বীরভূম জেলায় অনূর্ধ্ব-১৬ টুর্নামেন্টে প্রথম বড় সাফল্য আসে। এক ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়ার পর স্থানীয় সংবাদপত্রে ছোট্ট বক্স আইটেম ছাপা হয়;সেটিই ছিল তাঁর প্রথম 'মিডিয়া মোমেন্ট'। বাংলায় ক্রিকেটার হওয়ার গল্পে 'মাইগ্রেশন' একটি পরিচিত শব্দ। অর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও তাই। জেলার ক্রিকেটে প্রতিভা দেখালেই পরের গন্তব্য;কলকাতা। কিন্তু 'কলকাতা যাওয়া' আর 'কলকাতায় টিকে থাকা' এক জিনিস নয়। অর্ঘ্য তা বোঝে হাড়ে হাড়ে। প্রথমবার বোলপুর থেকে কলকাতায় ক্লাব ট্রায়ালে যাওয়ার দিনটি তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। শিয়ালদহ লোকাল নয়, হাওড়া, বোলপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল তার রোজকার সঙ্গী। ভোর ৪টেয় উঠে তৈরি হওয়া, ৫টার ট্রেন ধরা, সঙ্গে মায়ের বানানো রুটি-আলুভাজা, আর হাতে স্বপ্নের স্কোরকার্ড। ক্লাব ট্রায়ালগুলো ছিল নির্মম। ৬০,৭০ জন ছেলে, ২,৩টি স্পট, আর ১০ মিনিটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চাপ। অনেক দিনই ট্রায়ালে ডাক পেয়েও সিলেকশন হয়নি। ফিরতি ট্রেনে বসে তিনি বারবার নিজেকে শুধিয়েছেন, 'আমি কি যথেষ্ট?' পরদিন আবার মাঠে নেমে উত্তর দিয়েছেন, 'হ্যাঁ, আমি আরও ভালো হব।' কলকাতায় থাকার বন্দোবস্তও সহজ ছিল না। এক আত্মীয়ের বাড়িতে শুরু, পরে শেয়ারড মেস, যেখানে ৪ জনের ঘরে ৮ জন থাকত। রাতে ফ্যান চলত পালা করে, সকালে প্র্যাকটিসের জন্য জল গরম করার লাইন ধরতে হত। কিন্তু কোনও অভিযোগ নয়, কোনও বাহানা নয়;ক্রিকেটই ছিল তাঁর একমাত্র ফোকাস।

কয়েক বছরের নিরলস যাতায়াত, ট্রায়াল আর ঘরোয়া ম্যাচের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর অবশেষে সিএবি লিগে খেলার সুযোগ আসে বেঙ্গল স্পোর্টিংয়ের হয়ে। ক্লাবটি ঐতিহ্যবাহী, কিন্তু দ্বিতীয় ডিভিশনে লড়াই কঠিন। এখানে সবাই ক্ষুধার্ত, সবাই সুযোগের অপেক্ষায়, আর প্রতিটি ম্যাচ একটি অডিশন। অর্ঘ্য ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর নিজের খেলায় আনে শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব। নেটে তার সবচেয়ে পরিচিত অভ্যাস; প্র্যাকটিস শেষ হলেও আরও ১৫ মিনিট থ্রো-ডাউন নেওয়া বা কোচ ফিরে গেলেও একা রান-আপ ঠিক করা। টিমমেটেরা বলেন, 'ওর সবচেয়ে বড় শক্তি, ও ম্যাচের জন্য তৈরি হয় না, ও প্রতিদিন ম্যাচ খেলতে প্রস্তুত থাকে।' ব্যাটিংয়ে মিডল অর্ডারে দায়িত্ব সামলানো, আর বোলিংয়ে নতুন বল হাতে লাইন-লেন্থ ধরে রাখার ক্ষমতা;দ্বিতীয় ডিভিশনে দ্রুত 'রিলায়েবল' ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিতি তৈরি হয় তার। এক ম্যাচে শেষ ওভারে ৯ রান ডিফেন্ড করার সময় নার্ভ ধরে রাখার দক্ষতা দেখানোর পর কোচ বলেছিলেন, 'ক্লাব ক্রিকেটে টেম্পারামেন্টই তোমার আসল বায়োডাটা, আর অর্ঘ্যের তা এখন শক্তপোক্ত।'

অর্ঘ্য রক্ষিতের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম; আলোচনায় না থাকা। বাংলা দলে জায়গা পেতে গেলে শুধু পারফর্ম করলেই হয় না, নজরেও থাকতে হয়। জেলাস্তরের ছেলেদের মিডিয়া হাইপ কম, সোশ্যাল বাজ কম, আর 'নেটওয়ার্কিং',এর সুযোগ সীমিত। অর্ঘ্য সেই শূন্যতাকে পূরণ করেছে নিঃশব্দ ধারাবাহিকতায়। মাঠের বাইরে তার জীবনও শিক্ষণীয়। মেসের ঘর থেকে বেরিয়ে লোকালে চেপে ম্যাচ খেলতে যাওয়া ছেলেটি জানে, ক্রিকেটের সঙ্গে লড়াই শুধু মাঠে নয়; সময়, অর্থ, শরীর, মন; সব কিছু নিয়েই। তবু হাসি মুখে সে বলে, 'স্টেডিয়ামের আলো একদিন আমার নামেও পড়বে, আমি শুধু স্ক্রিপ্টটা লিখে যাচ্ছি।'

বোলপুরের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তার ক্রিকেটীয় মানস গঠনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রভাবে পাওয়া ধৈর্য, মাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় স্থিরতা, আর হারলেও ভেঙে না পড়ার মানসিক শিল্প; এসবই তার খেলাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। সে 'চিৎকারে' নয়, 'কন্ট্রোলে' ম্যাচ খেলে; এটাই তার পরিচয়। সিএবি দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশন, সেখান থেকে বাংলার সম্ভাব্য ক্যাম্প; এটাই তার পরের লক্ষ্য। অর্ঘ্য জানে, পথ দীর্ঘ, প্রতিযোগিতা তীব্র, কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। বাংলা ক্রিকেট বহু তারকা পেয়েছে ঘরোয়া ক্লাব লিগ থেকেই;শামি, ঋদ্ধিমান, মনোজ; সবাই লড়াই করে উঠেছেন। অর্ঘ্য সেই উত্তরাধিকারেরই পরের অধ্যায় লিখতে চায়। তার গল্প বীরভূমের হাজারো কিশোরের কাছে এক স্পষ্ট বার্তা, বড় মাঠে খেলতে গেলে প্রথমে ছোট মাঠে নিজেকে বড় বানাতে হয়। বাংলা ক্রিকেটে হয়তো এখনও তার নাম শিরোনামে নেই, কিন্তু বোলপুরের লালমাটির সেই ছেলে নিজের কাহিনি লিখে চলেছে ঠিকই; কলমে নয়, ২২ গজের পিচে ।

ফুটবলের মহাপ্রাচীর স্বভাবে শান্ত ধীর স্থির

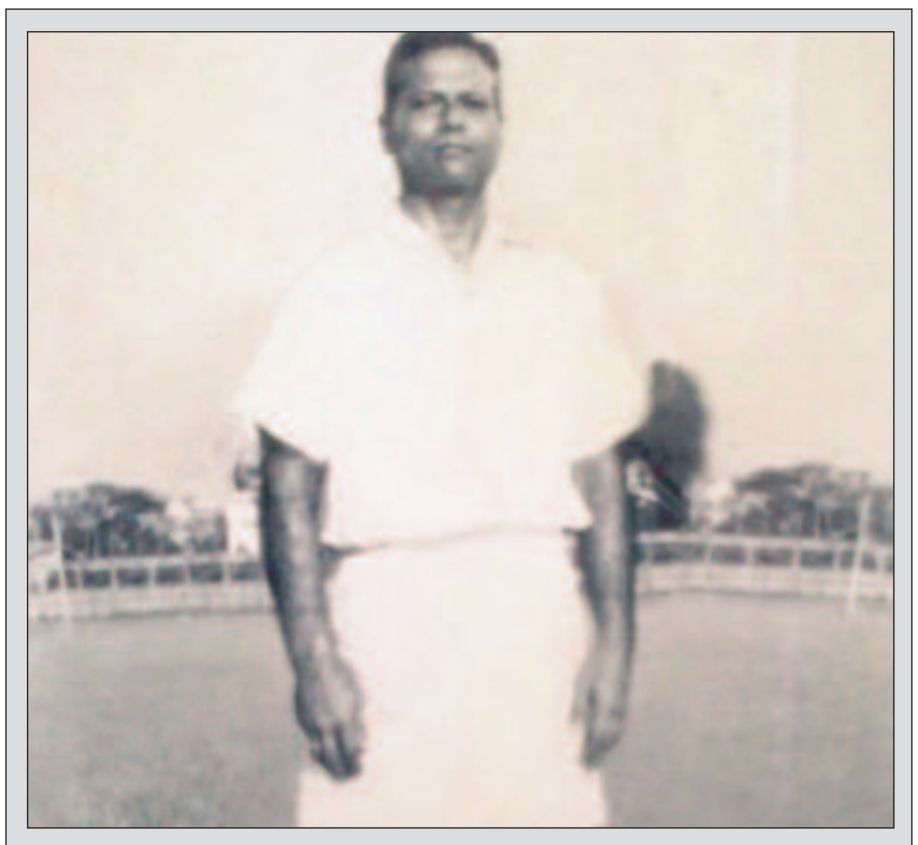

ডাঃ শামসুল হক

ফুটবলার গোষ্ঠ পাল ছিলেন এমনই এক খোলোয়াড় যিনি নিজে সব সময়ই মেনে চলতেন ফুটবলের সব ধরণের নিয়মকানুনই। আর কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলার চেষ্টাও করেননি। তিনি যখন ফুটবল মাঠে পা রাখেন তখন ইংরেজদের কাছে পরাধীন ছিল আমাদের দেশ। সঙ্গত কারণেই তাই তাঁকে বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে হয়েছিল ইংরেজদের বিভিন্ন টিমের ই বিরুদ্ধে। সেইসময় আবার চলছিল স্বাধীনতা যুদ্ধও। আর সেটা দেখে একসময় তাঁর ও মনে হয়েছিল তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়বেন সেই যুদ্ধেই। কিন্তু ফুটবলের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম টান একসময় তাঁকে আবার ভীষণভাবে ভাবিয়েও তুলেছিল। তাই রণাঙ্গনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে । তাই সেই মুহূর্তে ফুটবলের চার দেয়ালের মাঝখানেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর পরিক্রমা।

১৮৯৬ সালের ২০ শে আগষ্ট জন্ম তাঁর ওপার বাংলার ফরিদপুর জেলার অখ্যাত গ্ াম জোভেশ্বরে। সেখানেই শুরু তাঁর প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনার কাজ। মাত্র আট বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়ে ভীষণ অসহায় পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হতে হয় তাঁর পরিবারকে। একরকম অসহায় অবস্থাতেই মায়ের সঙ্গে তিনি চলে আসেন কলকাতা শহরে। তারপর কুমারটুলি অঞ্চলে শুরু হয় মা এবং ছেলের নতুন জীবনও।

কলকাতায় এসেই প্রচণ্ড দারিদ্রেরও মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁদের। সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁর মা তাঁকে ভর্তি করেন কুমারটুলি সারদা চরণ ইনিস্টিটিউটশনে। লেখাপড়ায় কিন্তু মন বসেনা তাঁর। মন সবসময়ই ছুটে চলত খেলার মাঠের দিকে। সহপাঠী সরোজ রায় সেটা বুঝতেও পারেন এবং কাছাকাছি ফুটবল ক্লাবে খেলার ব্যবস্থাও করে দেন।

সেখানে খেলতে খেলতেই তাঁর পায়ের যাদুতে মোহিত হয়ে পড়েন সেই সময়ের মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় রাজেন সেন। ১৯১৩ সালে তিনি যোগ দেন মোহনবাগানে। তারপর রাইট ব্যাক হিসেবে খেলতে নামেন ডালহৌসি ক্লাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই খেলায় তেমন একটা সুবিধা করতে না পারলেও পরের ম্যাচ ব্ল্যাক ওয়ারের বিরুদ্ধে দর্শকদের কাছে নিজের রূপ প্রকাশের সুযোগটা পেয়ে যান তিনি।

তখন থেকে নিজের পায়ের তলায় শক্ত মাটিও খুঁজে পান ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতেও হয়নি তাঁকে। মোহনবাগান ক্লাবের কঠিন বন্ধনেই শেষপর্যন্ত বাঁধা পড়েছিলেন তিনি এবং তখন থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দল বদল না করেই টানা তেইশটা বছর মোহনবাগান দুর্গকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন।

রক্ষণভাগে ফুটবলার গোষ্ঠ পাল খেলতেন বিশাল অঞ্চল জুড়ে। ক্ষিপ্ত সিংহের মতোই ছিল তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। ছিল উড়ন্ত বাজপাখির মত জ্বলন্ত দুটো চোখও। তাই বিপক্ষের আক্রমণের ধারাটাও চিহ্নিত করা সম্ভব হতো তাঁর পক্ষে। আর সবচেয়ে বড় যে গুণের অধিকারী তিনি ছিলেন সেটা হল, একজন স্বচ্ছ ফুটবলার হিসেবে বিশেষ সুনাম ছিল তাঁর। ছিল না মারকুটে স্বভাবও। বিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে কখনও কোন অবস্থায় অসম্মান ও করেননি।

নিজস্ব ফুটবল জীবনে তিনি পেয়েছেন অনেক খেতাব এবং অসংখ্য পুরস্কারও। চাইনিজ ওয়াল, মানুষের কাছে পাওয়া এই সম্মানই সদা আপ্লুত ও রাখত তাঁকে। দেশ বিদেশের সর্বত্রই ছিল তাঁর বিশাল কদরও। বিলেতের বিখ্যাত সংবাদপত্র রেড রোজ পর্যন্ত তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তাছাড়াও আরও অনেক কাগজের দৌলতেই সমগ্র বিশ্বে বেশ মজবুত ছিল চাইনিজ ওয়ালের ভিতও।

কিন্তু তা হলে কি হবে, মহান এই ফুটবলারের ক্রীড়া জীবনের অন্তিম পর্বটা মোটেও সুখকর হয়ে ওঠেনি। ১৯৩৫ সাল, ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার কথাই তখন ভাবছিলেন তিনি। কিন্তু কর্মকর্তাদের অনুরোধে তখনও মাঠে নামতে হচ্ছিল তাঁকে। তেমন ই একটা খেলা চলছিল ক্যালকাটা ক্লাবের। কালো বনাম সাদা দলের লড়াই। সেই খেলায় রেফারির পক্ষপাত মূলক আচরণ ও ছিল চোখে পড়ার মতোই। গোষ্ঠ পাল তখন দেখছিলেন সবই কিন্তু প্রথমের দিকে চুপচাপ ই ছিলেন। কিন্তু একসময় সেটা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে আর চুপচাপ থাকা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ফলে সকলকে নিয়ে মাঠে বসে পড়েন তিনি।

ইংরেজ শিবির ও চাইছিল সেটাই। কিন্তু সকলকে ছেড়ে কেবলমাত্র গোষ্ঠ পালের বিরুদ্ধেই নিন্দামূলক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করে তাঁর কঠিন শাস্তির দাবিও করা হয়।

বিপক্ষ শিবিরকে অবশ্য সেই সুযোগ দেননি গোষ্ঠবাবু। খেলা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই অবসর নেন তিনি। তখন বাংলার অগনিত ফুটবলপ্রেমী তাঁকে হাজার অনুরোধ করলেও তিনি কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করেননি ।

খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর ও খেলার জগতের সঙ্গ ছাড়েননি। ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। কিছুদিন পর আবার হয়েছিলেন বেঙ্গল হকি আম্পায়ার স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকও। পরে সেই সংগঠনের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

অভিনয় জগতেও পা রাখেন তিনি। ১৯৩২ সালে একটা নির্বাক ছায়াছবিতে গৌরীশঙ্কর ছবিতে একটা বিপ্লবীর চরিত্রে সুঅভিনয় করে দর্শক হৃদয় জয় করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

১৯৬২ সালে তিনি পান ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মশ্রী পুরস্কার। আর ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর দখলে আসে সেই পুরস্কারও। সেই বছরই মোহনবাগান ক্লাব ও বেশ ঘটা করে তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনাও জানায়। ১৯৭৬ সালের ৮ ই এপ্রিল ফুটবল জগতের মহাসম্রাট গোষ্ঠ পাল চিরবিদায় নেন এই পৃথিবী থেকে। আর. জি . কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থেমে যায় তাঁর হৃদস্পন্দন।

‘আমি কি ফিফা ব্যাজ পরে শুধু আইএসএলের ম্যাচ করব ?’

ঋতিকা চক্রবর্তী

বেহাল দশা ভারতীয় ফুটবলের। একের পর এক বিদেশি ফুটবলাররা ক্লাব ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন অন্য ক্লাবে। বিদেশি ফুটবলাররা তো বটেই, দেশের ফুটবলাররাও আস্থা হারাচ্ছে ফেডারেশনের প্রতি। তবে এত কিছুর মাঝেও ফেডারেশনের অন্দরের রাজনীতির কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে? উত্তরটা হয়তো না! ফেডারেশনের সঙ্গে থেকে ভালো কাজ করে অনেকেই তার দাম পান না। যোগ্যরা পান না তাঁদের প্রাপ্য সম্মান। আবার অনেক অযোগ্যরা সেই সম্মান পেয়ে যান। তেমনই ফেডারেশনের রেফারি কমিটির রাজনীতির শিকার বাংলার প্রাঞ্জল ব্যানার্জি। জাতীয় পর্যায়ে আর বাঁশি হাতে দেখা যাবে না এই বঙ্গ রেফারিকে।

বৃহস্পতিবার একরাশ অভিমান নিয়েই জাতীয় পর্যায়ে রেফারিং থেকে অবসর ঘোষণা করেন প্রাঞ্জল ব্যানার্জি। বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলে প্রাঞ্জল ব্যানার্জি অভিজ্ঞতার নাম। অভিজ্ঞ বঙ্গ-সন্তান এই রেফারিকে মাঠে আর দেখা যাবে না বাঁশি হাতে। তার সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে বলেও আক্ষেপ করলেন। অবসরের পর প্রথমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সবটা খোলাখুলি জানালেন রেফারি প্রাঞ্জল ব্যানার্জি। জানিয়ে দিলেন, হঠাৎ করেই আবেগের বশে এই সিদ্ধান্ত নেননি, অপেক্ষা করছিলেন রেফারি প্যানেল লিস্ট প্রকাশের জন্য। তাতে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজের নাম না দেখে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাঞ্জল।

কলকাতা লিগের ক্লাব ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রাঞ্জল। চলতি বিএসএলের রেফারি প্যানেলের ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছেন। পরবর্তীকালে রেফারিং নিয়ে কোনও কাজ করার ইচ্ছা নেই বলেও জানিয়ে গেলেন তিনি। প্রাঞ্জলের কথায়, 'আপাতত রেফারিংয়ের কোনও কাজে যুক্ত থাকার ইচ্ছা নেই। অ্যাডমিন জাতীয় কাজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আছে। আগে ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, এখন লিগের দায়িত্বে আছি। ধীরে ধীরে এইভাবেই এগিয়ে যেতে চাই।'

জাতীয় পর্যায়ে রেফারিং থেকে অবসর নিলেও এখনও কলকাতা লিগ খেলাবেন তিনি। আইএফএ-কে সাহায্য করবেন, নিজেই জানালেন সেই কথা। 'আমি ইমেল মারফত যোগাযোগ করা সত্ত্বেও রেফারি কমিটির তরফ থেকে কোনওরকম উত্তর পাইনি। আমি কি ফিফা ব্যাজ পরে শুধু আইএসএলের ম্যাচ করব? এটাই প্রশ্ন আমার রেফারি কমিটির কাছে। পরবর্তী প্রজন্মের রেফারিদের একটাই কথা বলব, আগে চাকরি করো, তারপর রেফারিং। চাকরি ছাড়া রেফারিং-কে মূল পেশা হিসেবে বেছে নিও না।'

'ষড়যন্ত্রের আভাস আগেই পেয়েছিলাম', বলেন প্রাঞ্জল ব্যানার্জি। রেফারিদের প্যানেল লিস্টে তাঁর নাম না থাকায় অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। প্রাঞ্জল ব্যানার্জি বলেন, 'আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম আমার পিছনে কিছু একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ক্ষোভ কিছুই নেই, তবে রেফারি বিভাগ একবার আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। এই বিষয়টাই খুব খারাপ লেগেছে। আমি বেশ বিরক্ত রেফারি কমিটির উপর।'